মসনদের মোহ

ঐতিহাসিক নাটক

শাহাদাৎ হোসেন

কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে
প্রথম অভিনীত

প্রথম সংস্করণ
১৯৪৬

মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউস্‌
কলেজ স্কয়ার (ইষ্ট) ; কলিকাতা

দাম এক টাকা

প্রকাশক—এম. আফজাল্-উল হক্
৩, কলেজ স্কয়ার (ইষ্ট) ; কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীনগেন্দ্রনাথ হাজরা
বোস প্রেস
৩০, ব্রজনাথ মিত্র লেন ; কলিকাতা

আমার চির কল্যাণার্থী

বহুমানাস্পদ সার মোহাম্মদ আজিজুল হক্‌;

কে-সি-এস্‌-আই, ডি-লিট্‌ বহুমানাস্পদেষু—

শান্তিপুরের শান্ত-নিলয়—শ্যামল ছায়ার কূলে
বঙ্ক-বাহিনী জাহ্নবী যেথা কল-তরঙ্গে দুলে,
ভাই ভাই যেথা মিলন-মেলায় হিন্দু-মুসলমান
যুক্ত বেণীর ধারায় র'চেছে পুণ্য পীঠস্থান ;—
প্রথম আলোর পরশ বুলায়ে স্নেহের আশিসে ভালে
জয়-টীকা দিল চিরন্তনের তোমার উদয়-কালে।
ধন্য আজি সে ধাত্রী ধরণী—সার্থক স্তন-ধার
বহু মান্যের শিরোপা-ভূষণে সন্তান তুমি তার।
গঙ্গা-কূলের ক্ষীণ জ্যোতি-রেখা অস্ফুট কণিকার
মহা প্রতিভায় ঝলে দিগন্তে উদ্ভাসি' পারাবার।

বাংলার আজি নব নওরোজ—দেয়ালীর দীপ জ্বালা
মনের দেউলে দীপান্বিতার ফুটেছে আলোর মালা।
সেই আলোকের নওরোজে ওগো মনীষার অবদান
কবির কণ্ঠে ফুটেছে তোমার বিজয়-মহিমা-গান।

বিশ্ববাণীর নিকেতনে তুমি পুরোহিত গরীয়ান্
কৃষ্টিরে নব রূপ দানিয়াছ, জাগায়ে তুলেছ প্রাণ।
নব নালন্দা পুণ্য পীঠের দাঁড়াইয়া বেদীমূলে
মহাসাম্যের গাহিয়াছ জয় ; জাহ্নবী-কূলে-কূলে
ছড়ায়ে চ'লেছে সেই জয়-গাথা উছলিত কল্লোলে
মহাসঙ্গমে সিন্ধু-বিলাসে ছন্দিত নাটে দোলে।

বঙ্গবাণীর কেন্দ্র শুধু সে বাংলার নহে আর
ত্রিবেণী-তীর্থ রচিয়াছে সেথা নিখিলের জ্ঞান-ধার।
অবগাহি' আজি সে মহাতীর্থে শুচি-স্নানের ক্ষণে
নান্দীপাঠের ওগো পুরোহিত,—নব গীতি-নন্দনে
নন্দি' তোমারে সাজাইনু মোর মনো-মণি-মালিকায়
হিমানীর এই কুহেলী আলোর ফুল-ঝরা আঙিনায়।

শ্রদ্ধানত—

শাহাদাৎ হোসেন

পণ্ডিতপোল—হাড়োয়া
চব্বিশ পরগণা

বাংলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়কে অবলম্বন ক'রে 'মস্‌নদের মোহ' লেখা। এখানে উপকরণ জুগিয়েছেন,—স্টুয়ার্ট এবং মুতাক্ষরীণ। এঁরা যদি সত্যই বিশ্বাস বা নির্ভরযোগ্য হন, তা হ'লে ব'লবো বইখানির ভিতর কোথাও আমি ঐতিহাসিক সত্যের এতটুকু অপলাপ করিনি। কারণ, এঁদের থেকে এক চুলও আমি এ-দিক্ ও-দিক্ যাইনি। স্টুয়ার্ট এবং মুতাক্ষরীণের লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা আমার এ-কথার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি ক'রতে পারবেন।

'মস্‌নদের মোহ'কে প্রথম রূপায়িত ক'রেছেন, কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের অভিনেতৃ-সঙ্ঘ। তাঁদের সে রূপায়ন সার্থক হ'য়েছে। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইতি—

শাহাদাৎ হোসেন

আষাঢ়, ১৩৫৩
পণ্ডিতপোল, হাড়োয়া পোঃ
চব্বিশ পরগণা

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

শুজাউদ্দীন খাঁ—উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা (নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর জামাতা)

মীর্‌জা আসাদুল্লা—ঐ পুত্র (নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর দৌহিত্র)

মোহাম্মদ তকী—ঐ পুত্র (নফীসার গর্ভজাত)

খিজির খাঁ—মুরশীদাবাদের প্রাসাদাধ্যক্ষ

রামজীবন রায়—হিন্দু জমীদার, নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর দেওয়ান

খোওয়াজ—জান্নাত্‌-উন্নেসার দুঃসাহসী গুপ্তচর

পথিক, চর, গুপ্তঘাতকগণ ও সৈনিকগণ

স্ত্রী

জান্নাত্‌-উন্নেসা—নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর কন্যা এবং শুজাউদ্দীনের স্ত্রী

নফীসা—শুজাউদ্দীনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী (মোহাম্মদ তকীর গর্ভধারিণী)

মসনদের মোহ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—কটক : শুজাউদ্দীনের প্রাসাদ]

শুজাউদ্দীন ও তকী

শুজাউদ্দীন—এ-ও কি সম্ভব তকী, তা'রা দিল্লীর সনদ অগ্রাহ্য ক'রবে।

তকী—কেন ক'রবে না আব্বা, দিল্লীর সনদ তো আজ নাম-কে-ওয়াস্তে একটা ফরমান মাত্র। তার মূল্য যা-কিছু, বাদশাহ্ আলমগীরের সঙ্গে চ'লে গিয়েছে। কাজেই তাকে অগ্রাহ্য করার মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। তার ওপর সনদ আপনি পাবেন কিনা, তারও যখন স্থিরতা নেই, তখন···

শুজাউদ্দীন—ভুল বুঝেছ তকী, সনদ আমি পাবই। দুনিয়া ওলোট-পালোট হ'তে পারে, কিন্তু খান

দওরানের কথা এক চুলও এদিক্‌-ওদিক্‌ হ'তে পারে না। সে-দিক্‌ দিয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। তবে তুমি যা' ব'ল্‌ছ, সেটাও ফেলে দেবার কথা নয়। দিল্লীর সনদ আজ নাম-কে-ওয়াস্তে ফরমান-মাত্র। ইচ্ছা ক'রলে তা'রা তা' নাও মানতে পারে।

তকী—নাও মানতে পারে নয়—নিশ্চয়ই মানবে না। নবাব মুরশীদ কুলী খাঁ এ-পর্য্যন্ত যা-ই ক'রেছেন—পাক্কা বনিয়াদের ওপর। কাঁচা কাজ তিনি একটাও করেন নি। কাজেই আসাদুল্লার জন্যে মস্‌নদের পথ পরিষ্কার ক'রতে যা-কিছু দরকার, তার সব-কিছুই তিনি ক'রে ব'সে আছেন। ঘুণাক্ষরেও যদি তিনি জানতে পেরে থাকেন,—খান দওরান খোজা হোসেন আপনাকে সমর্থন ক'রছেন এবং বাদশাহী সনদ নিশ্চিতভাবে আপনিই পাবেন, তা হ'লে জানবেন,—বাংলার পরিস্থিতি এবং আবহাওয়া তিনি একদম ব'দলে ফেলেছেন। বাদ্‌শাহী সনদের সাধ্য কি তার মধ্যে আপনাকে টিঁকিয়ে রাখে।

শুজাউদ্দীন—তোমার ধারণা যদি সত্য হয়, তা' হ'লে শুজা কুলী তো চুপ ক'রে থাকতে পারে না।

তার কাছে কোন সংবাদই যখন অজানা থাকে না, তখন অস্বাভাবিক কিছু ঘ'টলে সে নিশ্চয়ই আমাকে জানাত।

তকী—তার জন্য সময় এবং সুযোগের প্রয়োজন আছে। সেটা হয়তো তিনি পেয়ে ওঠেন নি অথবা পেলেও তাকে কাজে লাগাতে পারেন নি। পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনেক-কিছুরই যে পরিবর্ত্তন হ'তে পারে আব্বা।

শুজাউদ্দীন—হুঁ—তা হ'লে তুমি এখন কি ক'রতে বল?

তকী—আমি বলি,—সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'য়ে আপনি অবিলম্বে মুরশীদাবাদ যাত্রা করুন। আপনারই মুখে শুনেছি,—সংবাদ যত দূর পাওয়া গিয়েছে, তাতে নিশ্চিত বোঝা গিয়েছে যে, নবাব আর বেশী দিন নন। আপনার অনুপস্থিতিতে যদি তাঁর এন্তেকাল হয়, তা' হ'লে আসাদুল্লার মস্‌নদাধিকার কেউ রোধ ক'রতে পারবে না। আর একবার মস্‌নদে 'বার' দিয়ে ব'সলে, কার সাধ্য তাকে সেখান থেকে সরায়। আপনি হয়তো বালক ব'লে তাকে আমল দিতে চাইবেন না, কিন্তু জানবেন—কূট-নীতির জন্মধাত্রী বেগম

জান্নাত্‌-উন্নেসা সজাগ প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

শুজাউদ্দীন—আচ্ছা—আমাকে ভাব্‌তে দাও।

[তকীর প্রস্থান]

বিমাতা আর তার পুত্রের হিংসায় বালক এত দূর উগ্র হ'য়ে উঠেছে যে, সে আমাকেও উপদেশ দিতে দ্বিধা বোধ ক'রল না। চমৎকার দুনিয়ার এই খেলা—মানুষের এই মনোবৃত্তি!—যাক্‌। সারা জীবন শত্রুতাই ক'রে গেলে জান্নাত্‌, একবার ভেবে দেখ্‌লে না কার সঙ্গে এ-শত্রুতা ক'রছ। তা' যদি দেখ্‌তে, তা' হ'লে বুঝ্‌তে, এ-শত্রুতা তুমি আমার সঙ্গে ক'রছ না—ক'রছ পুত্রের সঙ্গে। সঙ্গোপনে সন্তর্পণে রচা কূট চক্রজালে নিজের হাতে নিজের সন্তানকে বাঁধতে চ'লেছ। সর্ব্বগ্রাসী লোলুপ দৃষ্টিতে বাংলার পানে চেয়ে আছে নস্‌রৎ-ইয়ার খাঁ—সমগ্র বিহারের অখণ্ড প্রতাপে বলীয়ান্‌। তার সে রাক্ষসী ক্ষুধার কবল থেকে বালক পুত্রকে কেমন ক'রে বাঁচাবে নারী! মস্‌নদের জন্যে আমি মস্‌নদ চাইনি, পুত্রের মুখ চেয়ে মস্‌নদ চেয়েছি। তারই অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত

ক'রবার জন্য আমার এই আয়োজন। কিন্তু নির্ব্বোধ জননী তুমি, মাতৃত্বের অন্ধ প্রবণতায় তাকে নির্ব্বিচারে পণ্ড ক'রতে চ'লেছ। আজ যদি বাংলার সিংহাসন তোমার মুষ্টিগত হয়, কাল দেখ্‌বে সে-মুষ্টি তোমার শিথিল হ'য়ে এসেছে, সিংহাসনকে আঁকড়ে রাখবার শক্তি আর তার নেই। বাঁদী··· ···

নফীসার প্রবেশ

এই যে নফীসা—তোমারও কি এই মত?

নফীসা—কি মত?

শুজাউদ্দীন—যে আমি অবিলম্বে মুরশীদাবাদ যাত্রা করি?

নফীসা—মতটা তো দেখ্‌ছি নিজেরই। তবে আমার ওপর দিয়ে চালাবার এ প্রচেষ্টা কেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

শুজাউদ্দীন—সে না হয় নাই বুঝ্‌লে—এখন তোমার মত কি, তাই বল।

নফীসা—এখানে আমার মতামত সম্পূর্ণ নিষ্ফল। আর শুধু নিষ্ফলই বা বলি কেন, নিষ্প্রয়োজনও বটে। আপনাদের বাপ-বেটার ঝগড়া—আপনারা

নিজেরাই এর নিষ্পত্তি ক'রবেন। আমি পর-গাছার মত মাঝখানে দাঁড়িয়ে একে ঘোরালো ক'রতে যাই কেন?

শুজাউদ্দীন—সত্যই কি তাই—এটা কি নিছক আমাদের বাপ-বেটারই ঝগড়া। তোমার বা তোমার পুত্রের স্বার্থ কি এর সঙ্গে একটুও জড়িয়ে নেই?

নফীসা—পুত্রের স্বার্থ হয়তো আছে, কিন্তু আমার নেই। তবু যদি বলেন আছে, তা' হ'লে ব'লব —সে আপনার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমার স্বার্থ কিছুই নেই।

শুজাউদ্দীন—তা' হ'লে বুঝ্‌লাম—পুত্রের বা স্বামীর স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামাতে তুমি আদৌ রাজী নও।

নফীসা—আগেই তো ব'লেছি—সেটা নিষ্ফল এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। তা' যদি না হ'তো, তা' হ'লে বোধ হয় রাজী হ'তাম।

শুজাউদ্দীন—কেমন ক'রে জান্‌লে সেটা নিষ্ফল এবং নিষ্প্রয়োজন।

নফীসা—স্বামী এবং পুত্র উভয়েই যেখানে নিজেদের সম্বন্ধে সম্যক্ সজাগ আর তাদের বিচক্ষণতাও যেখানে আমার বুদ্ধির সীমাকে অতিক্রম ক'রে

যায়, সেখানে তাদের স্বার্থ নিয়ে আমার মাথা ঘামানোটা নিষ্ফল এবং নিষ্প্রয়োজন ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

শুজাউদ্দীন—কিন্তু তুমি বোধ হয় শুনেছ, হিন্দুদের রামায়ণে বলে,—রাম-রাবণের বিরাট্ যুদ্ধে এক ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালী এসে রামচন্দ্রকে সাহায্য ক'রেছিল।

নফীসা—শুনেছি। কিন্তু সে কর্ম্মক্ষেত্রে—মন্ত্রণা-সভায় নয়।

শুজাউদ্দীন—হুঁ—শোন নফীসা, আজই হোক্ আর কালই হোক্, আমাকে মুরশীদাবাদ রওয়ানা হ'তেই হবে। শুদ্ধ একটা সংবাদের অপেক্ষা। আমি স্থির ক'রেছি, এখানকার শাসন-ভার তকীর উপর দিয়ে যাব। যে-ভাবে সে গ'ড়ে উঠেছে, তাতে উড়িষ্যা-শাসনের যোগ্যতা তার হ'য়েছে ব'লেই আমার মনে হয়। কাজেই আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

নফীসা—কিন্তু নবাব এখনও বর্ত্তমান।

শুজাউদ্দীন—সে বর্ত্তমানতা আর বেশী দিনের জন্যে নয়। আর নয় ব'লেই তো আমার এত তাড়া। কি জানি কখন্ নিমেষের ফাঁকে সব শেষ হ'য়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের কুচক্রীদল

নাবালকের নামে বাংলার সিংহাসনকে কুক্ষিগত ক'রে তার উপর শয়তানী প্রভাব বিস্তার ক'রে ব'সবে।

নফীসা—আপনি কি মনে ক'রছেন, মুরশীদাবাদ পৌঁছেই আপনি কুচক্রীদের চক্রজাল ছিন্ন ক'রতে পারবেন ?

শুজাউদ্দীন—সিংহাসন আয়ত্তে এলে জাল আপনা হ'তেই ছিঁড়ে যাবে। তার জন্যে এতটুকু বেগ পেতে হবে না।

নফীসা—কিন্তু সেটা কি খুব সহজ হবে ? শুনেছি—নবাব বহু আগে থেকেই আসাদুল্লাকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রে রেখেছেন। অনুরূপ আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে আছে। সে-সমস্ত পণ্ড ক'রে সিংহাসনকে আয়ত্তে আনা কি এতই সহজ হবে ব'লে মনে ক'রেছেন ?

শুজাউদ্দীন—নবাব বেঁচে থাকলে না হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর এন্তেকালের পর সেটা খুবই সহজ হবে ব'লে আমি মনে করি। আর আমি যদি কিছু করি, তাঁর এন্তেকালের পরেই ক'রব—বেঁচে থাকতে নয়।

নফীসা—কিন্তু তার ফলে দুনিয়ার কাছে আপনি কলঙ্কভাগী হবেন। পুত্রের স্বার্থহানির জন্য সে আপনাকে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রবে।

শুজাউদ্দীন—তা' করুক্। সে-কলঙ্ক সে-অপরাধ দু'দিনের; —দু'দিন পরেই দুনিয়া বুঝ্‌বে—শুজাউদ্দীন পুত্রের স্বার্থে আঘাত হানেনি, আঘাত হেনেছিল —হিংস্র নারীত্বের বিষাক্ত উদ্যত ফনায়। আর সে-আঘাত আপাতকঠোর হ'লেও ভাবী মঙ্গলের পরম নিদান। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রবে,—শুজাউদ্দীনের এ-অভিযান স্বার্থের অভিযান নয়,—পুত্রের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার, নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর মনোনয়নের মর্য্যাদা রক্ষার অভিযান।··· ···

তকীর পুনঃ প্রবেশ

কি সংবাদ তকী!

তকী—মুরশীদাবাদ থেকে পয়গাম এসেছে।

শুজাউদ্দীন—এসেছে! উত্তম। তোমরা একটু অপেক্ষা কর।

[শুজাউদ্দীনের প্রস্থান]

তকী—খুব সম্ভব নবাব এন্তেকাল ক'রেছেন। তা যদি ক'রে থাকেন, তা হ'লে নসীবের ফের ব'লতে হবে।

নফীসা—সে কি! এই-ই তো তোমরা চাইছিলে!

তকী—চাইছিলাম বটে, কিন্তু এত শীঘ্র নয়। মুরশীদাবাদের সীমান্ত পর্য্যন্ত যদি পৌঁছবার সময় পাওয়া যেত··· ···

নফীসা—তা হ'লে কি হ'তো ?

তকী—অতি সামান্য চেষ্টাতেই আমাদের কাজ উদ্ধার হ'তো। এখন অনেকখানি দূরে প'ড়ে গেল। তারা সামলে ওঠবার যথেষ্ট সময় পেল।

নফীসা—সমস্ত সুযোগ যদি এক পক্ষই নেবে, তা' হ'লে অন্য পক্ষ কি ক'রবে ? —যাক্,— তকী !

তকী—মা !

নফীসা—তোমার এই অত্যধিক আগ্রহ, এই অদম্য উৎসাহ—এ যেন আমি ঠিক মনের মতন ক'রে গ্রহণ ক'রতে পারছি না।

তকী—কেন মা ?

নফীসা—আমার যেন মনে হয়, এটা ঠিক সঙ্গত হ'চ্ছে না। এর সঙ্গে যেন কিছুটা অন্যায় কিছুটা অবিচার জড়িয়ে র'য়েছে। পিতা-পুত্রে বা স্বামী-স্ত্রীতে যেখানে বিরোধ, সেখানে তুমি কেন স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িত ক'রছ, বুঝতে পারছি না।

তকী—পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে বিরোধ সত্য, কিন্তু

'তার সঙ্গে আমারও কি স্বার্থ জড়িত নেই? আপনি কি ব'লতে চান, আসাদুল্লাই পিতার পুত্র, আমি কেউ নই? বাংলার মস্‌নদের উপর তার যদি দাবী থাকতে পারে, তা হ'লে আমারও কি পাবে না?

নফীসা—আসাদুল্লার দাবী—সে নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর দৌহিত্র ব'লে, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নবাব শুজাউদ্দীনের পুত্র ব'লে নয়।

তকী—সে-দাবী যাতে আর তার না থাকে, তারই জন্য এই প্রচেষ্টা। নবাব শুজাউদ্দীন যদি আজ বাংলার তখ্‌ত্‌ দখল ক'রে ব'সতে পারেন, তা' হ'লে কাল থেকে আসাদুল্লার একচেটে দাবী আপনা হ'তেই লোপ পাবে। তখন আমি আর সে বাংলার সিংহাসনের সমান দাবীদার হব। কাজেই আমার এই আগ্রহ বা উৎসাহের মধ্যে অন্যায় বা অবিচার কিছু আছে ব'লে আমি মনে করি না।

নফীসা—ভুল বুঝেছ তকী, যখন সমান দাবীদার হবে, তখন হয়তো অন্যায় বা অবিচার না থাকবে। কিন্তু আজ? আজ সে নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর উত্তরাধিকারী। তবে কোন্‌ ন্যায়-নীতির

বশে তার সে উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রবার প্রয়াস পাচ্ছ ?

তকী—অতখানি ন্যায়-নীতির বিচার ক'রে দুনিয়ায় কেউ চলে না মা, আপনি যে অন্যায় অবিচারের কথা ব'লছেন, তার জন্যে সকলের আগে পিতা-কেই তো দায়ী ক'রতে হয়।

নফীসা—সে-কথা আগেই ব'লেছি তকী, স্বামি-স্ত্রীর পিতা-পুত্রের বিরোধ। পারেন—তাঁরা নিজেরা নিষ্পত্তি ক'রবেন, না পারেন বাধিয়ে তুলবেন। তুমি তৃতীয় ব্যক্তি মাঝখানে এসে সারা দুনিয়ার দৃষ্টিকেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়াচ্ছ কেন ?

তকী—তা' হ'লে কি আপনি ব'লতে চান—স্বামি-স্ত্রীতে, পিতা-পুত্রে যদি সংঘর্ষ হয়, তা' হ'লে আমি পিতার পক্ষে দাঁড়াব না ?

নফীসা—কেন দাঁড়াবে না ? সংঘর্ষ-কালে প্রাণ দিয়ে হ'লেও পিতাকে সাহায্য ক'রবে। কিন্তু তাই ব'লে প্ররোচনা দিয়ে তাঁকে কাজে নামাবে, তাঁর ক্রোধের আগুনে পুনঃ পুনঃ ইন্ধন যোগাবে —এ-সব তো ভাল নয়।

শুজাউদ্দীনের পুনঃ প্রবেশ

শুজাউদ্দীন—তকী, আজ রাত্রেই আমাকে মুরশীদাবাদ রওয়ানা হ'তে হবে। আয়োজন তো ঠিকই আছে, যদি কোনটা অসম্পূর্ণ থাকে, সন্ধ্যার আগেই সম্পূর্ণ ক'রে দাও।

তকী—নবাব কি এন্তেকাল ক'রেছেন ?

শুজাউদ্দীন—সংবাদ পাঠানোর সময় পর্য্যন্ত করেননি। তবে এতক্ষণ ক'রেছেন কিনা ব'লতে পারি না। শুজা কুলীর সংবাদ—অবিশ্বাসের এতটুকু কারণ নেই। তুমি যাও—দেখগে সব ঠিক আছে কিনা।

[তকীর প্রস্থান]

বিচক্ষণ এই শুজা কুলী! কিন্তু তার পক্ষেও সম্ভব হ'লো না জান্নাতের সতর্ক দৃষ্টি পূরোপূরি এড়িয়ে চ'ল্‌তে।

নফীসা—কেন—তিনি কি ধরা প'ড়েছেন নাকি ?

শুজাউদ্দীন—ঠিক ধরা পড়েননি। তবে তাঁর ওপর সন্দেহ এসে প'ড়েছে, সারা বাংলায় আজ জান্নাতের সতর্ক দৃষ্টি সজাগ প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে। কার সাধ্য তাকে এড়িয়ে চলে!

নফীসা—তা' হ'লে··· ··· ···

শুজাউদ্দীন—আর 'তা' হ'লে' কিছু নাই নফীসা, মুরশীদাবাদ আমাকে যেতেই হবে। তার দৃষ্টি যতই সতর্ক যতই সজাগ হোক্ না, তাকে আমায় ভেদ ক'রতেই হবে। বাংলার মস্‌নদ ঘিরে বিষ-কণ্টকের যে পুঞ্জ আগাছা সে রোপণ ক'রেছে, তার মূলোচ্ছেদ ক'রে নূতন পথ রচনা ক'রতে হবে। বিষাক্ত আবহাওয়ার কবল থেকে বাংলার সিংহাসনকে মুক্ত ক'রতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—মুরশীদাবাদ। জান্নাত্-উন্নেসার মহল]

জান্নাতের প্রবেশ

জান্নাত্—খাদিজা, জল্‌দী খিজির খাঁকে ডেকে দে। সর্ব্বনাশ হোলো। অকর্ম্মণ্য কুড়ের দলকে বিশ্বাস ক'রে শেষে বুঝি ভরাডুবি হয়। শত্রু বাংলার সীমান্তে অথচ এখনও এদের আয়োজন সম্পূর্ণ হোলো না। কম্‌বখ্‌ত্ কমিনার দল, বুঝ্‌লি না—প্রতি মুহূর্ত্তের বিলম্ব তোদের এক একটা যুগের সাধনাকে ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে। এই যে খিজির খাঁ—

খিজির খাঁর প্রবেশ

কি ক'রলেন খাঁ সাহেব, সমস্ত আয়োজন পণ্ড ক'রে দিলেন?

খিজির—কেন পণ্ড ক'রব মা, সবই ঠিক আছে, কেবল দফনের অপেক্ষা।

জান্নাত্—দফনের অপেক্ষা।

খিজির—চ'ম্‌কে উঠ্‌লেন যে? তবে কি লাশ ঘরে থাক্‌তেই অভিষেক হবে?

জান্নাত্‌—নিশ্চয়ই। আপনি অবাক্‌ ক'রলেন যে খিজির খাঁ! দফনের পর যদি অভিষেক ক'রতে হয়, তা' হ'লে সে অভিষেক মীরজা আসাদুল্লার অভিষেক হবে না, হবে উড়িষ্যার নবাব শুজাউদ্দীন খাঁর। অনেক আগেই তিনি বাংলার সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন। এ সংবাদ পাওয়ার পর এতক্ষণ হয়তো হুগলীর সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। এতেও কি আপনি ব'লতে চান,—দফনের পর অভিষেক হবে?

খিজির—নবাবের এন্তেকালের সংবাদ কি তবে তাঁর কানে পৌঁছেছে?

জান্নাত্‌—নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। হা-রে বদ্‌নসীব! কি ভুলই না ক'রেছি—এই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের ওপর নির্ভর ক'রে!

খিজির—কসুর মাফ ক'রবেন আম্মা বেগম, বুড়ো মানুষ অতটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। মালেকের লাশ ঘরে রেখে তাঁর তখ্‌ত্‌-নশীন হওয়ার কথা এর আগে কখনও শুনিনি কিনা, তাই ভুলটা হ'য়ে গিয়েছে।

জান্নাত্—হুঁ—এর অর্থ কি খিজির খাঁ?

খিজির—অর্থ এর কিছুই নয় মা, এতটা নূতনত্ব ঠিক ধারণা ক'রতে পারিনি।

জান্নাত্—ধারণা ক'রতে পারনি। তা হ'লে ভুলটা ইচ্ছাকৃত? দুলা-নবাবের মুরশীদাবাদ পৌঁছানো পর্য্যন্ত যে-কোন অছিলায় অভিষেকটা বন্ধ রাখা—কেমন? এই তো মনের ইচ্ছা?

খিজির—অন্যায় দোষারোপ ক'রবেন না আম্মা বেগম; বুড়ো হ'য়েছি বটে, কিন্তু অতখানি কূটনীতিতে আজও অভ্যস্ত হ'তে পারিনি। আমি যা ক'রেছি, তা' সরল বিশ্বাসে এবং চিরকালের প্রথা হিসাবেই ক'রেছি।

জান্নাত্—জাহান্নামে যাক্ তোমার বিশ্বাস এবং প্রথা, গজব নাজেল হোক্ তোমার বার্দ্ধক্যের ওপর। বদ্‌জাত বে-ঈমান, এতখানি বিশ্বাসের এই প্রতিদান দিলি—নেমকহারামী ক'রে আমার সর্ব্বনাশ ক'রলি! কে আছিস··· ···

প্রহরীর প্রবেশ

বন্দী কর। যাও বৃদ্ধ ইব্‌লিস্, শুজা কুলীর সঙ্গে হাত মিলাও গে। জিন্দানখানার নূতন

দোস্ত সে তোমার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রছে। নিয়ে যা··· ···

[খিজির খাঁকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান]

আর কাকে বিশ্বাস ক'রব। সব-চেয়ে পুরাণো সব-চেয়ে বিশ্বাসী যে, তারও এই আচরণ! বাংলা দেশ কি আজ এক দিনে এক মুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকের রাজ্যে পরিণত হ'য়েছে আর তার মুখোস-পরা অনুচরেরা এই বিরাট্ পুরীকে নিরন্ধ্র ক'রে ছেয়ে ফেলেছে! এমন একটী প্রাণীও কি আজ এখানে নেই, যে বুকের রক্ত পণে নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর উত্তরাধীকারীকে বাংলার মস্‌নদে নিয়ে বসায়?

রামজীবনের প্রবেশ

রামজীবন—কেন থাকবে না মা, এ বৃদ্ধ গোলাম যে এখনও বেঁচে আছে।

জান্নাত্—কে! রামজীবন? তুমি! তুমি এসেছ এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মাঝে নার্গিস্-লালার খোশ্-বু ব'য়ে?—

রামজীবন—নার্গিস্-লালার খোশ্-বু ব'য়ে এনেছি কিনা

জানিনে, তবে এটা সত্য যে আমি এসেছি। বল মা, কি ক'রতে হবে?

জান্নাত্‌—কি ক'রতে হবে? হুঁ—পারবে ক'রতে রামজীবন? দুষমনে-ঘেরা এই পুরী, দোস্তের মুখোস প'রে তোমার চোখের সাম্‌নে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা, পারবে তাদের দৃষ্টি অন্ধ ক'রে আমার আসাদকে তোমাদের চির-আদরের সাহেব-জাদাকে বাংলার মস্‌নদে পৌঁছে দিতে?

রামজীবন—জীবন পণ ক'রতে পারি। তার বেশী তো আর কিছু ক'রতে পারিনে মা;—তাতে যদি তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়, আমি এখনই ক'রতে প্রস্তুত আছি। পাঁচ শত অনুচর প্রস্তুত হ'য়ে আমার হুকুমের অপেক্ষা ক'রছে। প্রয়োজন হ'লে তাদের প্রত্যেকেই সাহেব-জাদার জন্যে প্রাণ দেবে।

জান্নাত্‌—উত্তম। এর বেশী আর কিছুর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু সাবধান—বাধা না পেলে রক্তপাত ক'রো না। আর আমার বিশ্বাস—বাইরের সাহায্য না পৌঁছান পর্য্যন্ত কেউ সাম্‌না-সাম্‌নি অগ্রসর হ'তে সাহস ক'রবে না। যাও বৃদ্ধ, আর অপেক্ষা নয়। তাদের শোভাযাত্রীর বেশে

সজ্জিত হ'তে বলগে। আমি এখনই সব ঠিক ক'রে ফেল্‌ছি।

আসাদুল্লার প্রবেশ

আসাদ— আর তার প্রয়োজন হবে না মা, উড়িষ্যা-বাহিনী গঙ্গা পার হ'য়েছে।

জান্নাত্— সঙ্কট-তূর্য্যধ্বনিতে আহ্বান কর রামজীবন তোমার অনুচর-বাহিনীকে—মোতায়েন কর তাদের 'চেহেল-সেতুনে'র চতুষ্পার্শ্বে। চেহেল-সেতুন—চেহেল-সেতুন। সর্ব্বাগ্রে চেহেল-সেতুনকে রক্ষা কর রামজীবন।

[রামজীবন প্রস্থানোদ্যত]

আসাদ—দাঁড়াও রামজীবন। অনর্থক কেন এ খুন-মাতমে মেতেছ মা! রামজীবনের মুষ্টিমেয় অনুচরের সাধ্য কি উড়িষ্যা-বাহিনীর গতিরোধ করে। আজ এক দিনে মুরশীদাবাদের আবহাওয়া সম্পূর্ণ ব'দলে গিয়েছে। সমগ্র মুরশীদাবাদ আজ সাগ্রহে প্রতীক্ষা ক'রছে পিতার বিজয়-অভিযান। তোমার জন্যে আঙুলটী পর্য্যন্ত তুলবার একটী প্রাণীও আজ এখানে নেই। তবে অনর্থক এ প্রাণহানির আয়োজন কেন মা?

জান্নাত্‌— এ কেন-র উত্তর দেবার অবসর এখন নেই। দাঁড়িয়ে কেন রামজীবন—যাও। বালকের প্রলাপ শোনবার অবসর এর পর অনেক পাবে।

আসাদ— আমার জন্যই যদি এ আয়োজন হয়, তা' হ'লে আমি ব'লছি রামজীবন—নিবৃত্ত হও। নিষ্ফল রক্তপাতে মাতামহের এ পুণ্য পীঠকে কলুষিত ক'রো না।

জান্নাত্‌— শোন রামজীবন, আজন্ম যার অন্নে পুষ্ট তুমি, জীবনের জন্য যাঁর কাছে ঋণী, সেই মুরশীদ কুলী খাঁর কন্যা আমি—আমি আদেশ ক'রছি, এই মুহূর্ত্তে তোমার অনুচরদের নিয়ে চেহেল-সেতুনের চতুষ্পার্শ্বে মোতায়েন কর। প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দাও সেই লম্পট অনাচারীকে। প্রয়োজন হ'লে তাকে হত্যা ক'রে তার খণ্ডিত শির বর্শাফলকে বিদ্ধ ক'রে আমাকে এনে দেখাও। বেঁচে থাকতে আমি চেহেল-সেতুনের পুণ্য আব-হাওয়াকে তার কলুষ নিশ্বাসে কলঙ্কিত দেখতে পারব না।—যাও।

রামজীবন— কিন্তু মা··· ···

জান্নাত্‌— এখনও কিন্তু? কিসের কিন্তু রামজীবন,

মীর্‌জা আসাদুল্লা পিতার মুখ চেয়ে সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারে—কেননা সেটা তার প'ড়ে পাওয়া সম্পত্তি। কিন্তু আমার এটা যে পৈতৃক জিনিস; আমি তো ছাড়তে পারিনে। বাংলার মস্‌নদের ন্যায্য অধিকার আজ আমার। আসাদুল্লাকে দিতে চেয়েছিলাম স্নেহের বশে—অনুগ্রহের বশে। সে-স্নেহ, সে-অনুগ্রহ এখন আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। এখন আর তার কোন অধিকার নেই অন্যের হাতে মস্‌নদ ছেড়ে দেবার। মস্‌নদের সম্পূর্ণ অধিকার এখন আমার।

আসাদ—তা নয় মা, মস্‌নদের সম্পূর্ণ অধিকার এখন পিতার। সম্রাট্ মোহাম্মদ শার পাঞ্জাঙ্কিত সনদ দিল্লী থেকে চ'লে এসেছে। তারই বলে বলীয়ান্ পিতা আজ সদলবলে মুরশীদাবাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। তুমি গায়ের জোরে যাচ্ছ তাঁর গতিরোধ ক'রতে—অধিকারের বলে নয়। বিশ্বাস কর মা, বাঙ্‌লার মস্‌নদের উপর আজ আর তোমার বা আমার কারও কোন অধিকার নেই। মাতামহের সমস্ত চেষ্টা বিফল হ'য়েছে, আমীর-উল্-ওম্‌রা খান দওরানের চক্রান্তে

বাঙ্‌লার সুবাদারী সনদ আজ উড়িষ্যার নবাব শুজাউদ্দীন খাঁয়ের নামাঙ্কিত হ'য়ে এসেছে। বাঙ্‌লার সিংহাসনের মালিক এখন তিনি—অন্য কেউ নয়। যে খঞ্জর আজ তুমি তাঁর বিরুদ্ধে তুলেছ, আসলে তা' দিল্লীর বিরুদ্ধেই তোলা হ'য়েছে। কিন্তু মা, দিল্লীর বৈরিতা সহ্য ক'রবার শক্তি তো তোমার নেই।

জান্নাত্‌— চক্রান্ত! চক্রান্ত! আস্‌মান-জমীন, ব্যোম-বায়ুস্তর—কুল্‌ মখ্‌লুকাৎ চক্র-মায়ায় আচ্ছন্ন। দুনিয়া-জাহান বিষ-বাষ্পে ভ'রে উঠেছে, জাহান্নামের সদর দরওয়াজা খুলে গিয়েছে। ওরে কে আছিস—বন্দী কর্‌—বন্দী কর্‌।

[উন্মাদিনীর মত প্রস্থান]

রামজীবন— তাই তো—উন্মাদ হ'য়ে গেলেন নাকি!

আসাদ—পূরোপূরি না হ'লেও অর্দ্ধোন্মাদ বটে! তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে মাঝে মাঝে এ-রকম ক্ষিপ্ততা দেখা দেয়। আপনি যান রায়জি, এখনও সবাই আম্মাজানের হুকুমের অপেক্ষা ক'রছে। তাদের বুঝিয়ে বলুন—বিরোধের কোন প্রয়োজন নেই। সর্ব্বাগ্রে লাশ দফন হোক্‌, তার পর

অন্য কিছু। আর তার পূর্ব্বেই যদি পিতা মুরশীদাবাদে প্রবেশ করেন—করুন। মাতামহের শেষ ক্রিয়া না সেরে আমরা কেউই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব না। পুণ্যাত্মার শেষ সম্মান কেমন ক'রে দিতে হয়, তা তিনি জানেন। সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি যান—একটু পরেই আমি চেহেল-সেতুনে আপনাদের আহ্বান ক'রছি।

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—মুরশীদাবাদ-সীমান্ত। শুজাউদ্দীনের শিবির]

শুজাউদ্দীন ও নফীসা

শুজাউদ্দীন— মস্‌নদের মোহ মানুষকে কি-ভাবে আচ্ছন্ন করে—বুঝ্‌তে পারছ নফীসা! বাপের লাশ ঘরে প'ড়ে রইলো—তার সদ্গতি না ক'রে আগেই ছেলের তখ্‌ত্‌-নশীনীর আয়োজন! নির্ব্বোধ নারী জানে না—এ-আয়োজনের মূল্য কতটুকু। মুরশীদাবাদের সীমান্তে এসেও আমি আমার অগ্রগতি বন্ধ ক'রেছি—শুধু মৃতের সম্মানের খাতিরে। আমি চাই না—সেই পুণ্যাত্মার শবদেহকে সাক্ষী রেখে চেহেল-সেতুনের শ্বেত প্রস্তরে রক্তের স্রোত বহাতে, তাঁর অন্তিম নিশ্বাস-পূত প্রাসাদের পুণ্য বায়ুস্তরে জঘন্য স্বার্থের কলুষ বাষ্প ছড়াতে। কিন্তু সে তা বুঝ্‌ল না। সে চাইল—সেই পবিত্র শবকে দিয়ে চেহেল-সেতুন আগ্‌লে রাখতে। কেননা, তাঁর সম্মানের খাতিরে কেউ সেখানে প্রবেশ

ক'রতে চাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে আরও চাইল—তাঁর দোহাই দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে পুত্রের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন ক'রতে। কিন্তু ভেবে দেখ্‌ল না একবার—এ কৌশল তার কতখানি কার্য্যকরী হবে। শোন নফীসা, যে মুহূর্ত্তে সে সেই পবিত্র শবের অবমাননা ক'রে নিজের জঘন্য দুরভিসন্ধি সাধনে অগ্রসর হবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ ক'রে চেহেল-সেতুন অবরোধ ক'রব। নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর শবের অবমাননার সমুচিত প্রতিশোধ নেব।

নফীসা—যা ব'লছেন, সত্যই কি তিনি তাই ক'রবেন ?

শুজাউদ্দীন—নিশ্চয়ই ক'রবেন। এ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হ'য়ে আছে। নইলে দফন স্থগিত থাকবে কেন ? এর মূলে আছে সেই কূট কৌশল—হীন ষড়যন্ত্র।

নফীসা—মেয়ে হ'য়ে বাপের লাশকে স্বার্থসিদ্ধির উপকরণে.... ....

শুজাউদ্দীন—সে যে অভিজাত। আর তার আভিজাত্যের নিদর্শনই হ'চ্ছে এইগুলো। তুমি

তাকে জান না নফীসা, সেই সুন্দর সুগঠিত দেহের মধ্যে লুকিয়ে আছে—এক অতি জঘন্য কুৎসিত মন। যেন রঙীন কাচের আবরণে ঢাকা কলঙ্ক-কঙ্কাল। বহু দিন পরে আজ মনে প'ড়ছে—দাক্ষিণাত্যের সেই তিক্ত পুরাতন স্মৃতি। বুরহানপুরের নগণ্য আফসার আমি—পুত্র-স্নেহে আমাকে কোলে টেনে নিলেন—দেওয়ান মুরশীদ কুলা। তাতেও বুঝি তাঁর তৃপ্তি হ'লো না। তাই জামাই-এর সম্মানে ধন্য ক'রে আমার অস্তিত্বের মর্য্যাদাকে তিনি নূতন ক'রে রাঙিয়ে দিলেন। সমগ্র হায়দারাবাদে এমন কি সারা দাক্ষিণাত্যে এই নিয়ে কানা-ঘুষা প'ড়ে গেল। জান্নাত্ তার বাপের দেওয়া এই সম্মানের সঙ্গে আমার অতীত দৈন্যের তুলনা ক'রে দিবারাত্রি আমাকে বিদ্রূপের সূচীবাণে বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল। অন্ধ আভিজাত্যের অসার দম্ভে আমার জীবনকে দুর্ব্বহ ক'রে দাম্পত্য জীবনের মধুস্রোতে বিষধারা ঢেলে দিল। নিরুপায় হ'য়ে আমি গ্রহণ ক'রলাম তোমাকে। সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ইন্ধন প'ড়ল। আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে সে বাপের সাথে চ'লে

এল বাংলায়। ব্যাঘ্রীর হিংস্রতায় পুত্রকেও ছিনিয়ে নিয়ে এল আমার বুক থেকে। সে যে কি ব্যথা—কি জ্বালা—কি মর্ম্মান্তিক··· ···

নফীসা—ভুলে-যাওয়া স্মৃতিকে কেন আর নূতন ক'রে জাগিয়ে তুলছেন স্বামি, অতীত যা' তা' অতীতই। তাকে বর্ত্তমানের বুকে টেনে এনে কেন এই দুর্ভোগ।

শুজাউদ্দীন—ভুলতে যে পারিনে নফীসা, মর্ম্মের পরতে পরতে দাগ কেটে রেখেছে সে। মরণেরও বুঝি সাধ্য নেই তাকে মুছে ফেলে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত সে অবিশ্রান্ত চালিয়ে এসেছে—হীন ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে। পুণ্যাত্মা নবাব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে-ছিলেন—কন্যার এই হীন মনোবৃত্তিকে। তাই এক মাত্র সন্তান হ'লেও কোন দিন ভুলেও তিনি প্রশ্রয় দেননি—তার কূট নীতির চক্রজালকে। তা যদি দিতেন, তা হ'লে দুনিয়ার বুক থেকে আমার অস্তিত্ব আজ নিঃসংশয়ে মুছে যেত।

নফীসা—কিন্তু সেই পুরাতন অপমানের প্রতিশোধ যদি আপনি নিতে যান, তা হ'লে কি দুনিয়া—আপনাকে প্রীতির চক্ষে দেখ্‌বে, না ভবিষ্যতের ইতিহাস আপনার সুনাম কীর্ত্তন ক'রবে?

শুজাউদ্দীন—পুরাতন অপমানের প্রতিশোধ তো আমি নিতে যাচ্ছিনে নফীসা। আমি যাচ্ছি—আমার 'নায়েবে রসুল' পিতৃপ্রতিম নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর অপমানের প্রতিশোধ নিতে। আর তার সঙ্গে বাংলার সিংহাসনে আমার পুত্রের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে। আগেই তো ব'লেছি নফীসা, পাটলীপুত্রের গঙ্গার কূলে ওৎ পেতে ব'সে আছে নসরৎ-ইয়ার খাঁ। তার ক্ষুধার্ত্ত লোলুপ দৃষ্টি বাংলার মস্‌নদের দিকে। জান্নাত্‌ যতই কূট, যতই কৌশলী হউক না—সে দৃষ্টিকে রোধ ক'রবার শক্তি তার নেই। যদি থাকৃত, তা হ'লে উৎকলের সীমান্ত ছেড়ে বাংলার পথে আমি এক পা-ও অগ্রসর হ'তাম না।

নফীসা—এই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তা হ'লেও তো রক্তপাত অনিবার্য্য। তিনি যখন পুত্রের অভিষেক না সেরে বাপের সদ্গতি ক'রবেন না, তখন শবকে সাম্‌নে রেখেই তো আপনাকে মুরশীদাবাদে রক্তের স্রোত বহাতে হবে। তবে আর অনর্থক কালক্ষেপ ক'রছেন কেন?

শুজাউদ্দীন—কালক্ষেপ ক'রছি কেন? শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায়। মুরশীদ কুলী খাঁর কন্যা ব'লে শেষ

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তার জন্যে অপেক্ষা ক'রব। মরহুম নবাবের জানাজায় শরীক হওয়া আমার পক্ষে 'ফরজ্'। আমি সে-ফরজ্ আদায় ক'রতে চাই এবং তারই জন্যে এই অপেক্ষা। যখন নিশ্চিত বুঝ্‌ব—তা' আর হবার উপায় নেই, দাম্ভিকা নারী সত্য-সত্যই তার কূট সঙ্কল্প সাধন ক'রতে চ'লেছে, তখন হিমালয়ের অন্তরায় নিয়ে আমি তার সাম্‌নে প্রাচীর তুলে দাঁড়াব,—তার কল্পনার প্রাসাদকে এক নিমেষে পথের ধূলোয় নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলে দেব।

নফীসা—তা না হয় দিলেন। কিন্তু জানাজায় শরীক হ'তে যাবেন কোন্ সাহসে? সেখানে তো আর ফৌজ সঙ্গে ক'রে যাওয়া চ'লবে না।

শুজাউদ্দীন—নাই বা চ'ল্‌ল। আমি তো স্ব-রূপে স্বাভাবিক বেশে সেখানে যাব না। সে পরিস্থিতির উদ্ভব যদি হয়, যাবার সুযোগ যদি ঘটে. তা হ'লে রূপ এবং বেশ দু'য়েরই পরিবর্ত্তন ক'রে যাব।

নফীসা—কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যদি ধরা পড়ে?

শুজাউদ্দীন—ধরা যদি পড়ে, আমাদের চোখেই প'ড়বে। অন্য কা'রো চোখে নয়। সুতরাং আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

নফীসা—আশঙ্কার কারণ নেই! আসাদের চোখে ধরা প'ড়লে আশঙ্কার কারণ নেই!

শুজাউদ্দীন—না নফীসা, আশঙ্কার কারণ নেই। তার ধমনীতে আমারই রক্ত প্রবাহিত। সে পিতার মাথার উপর খড়্গ তুলতে পারে না—সে পিতা যত বড় শত্রুই হোক্ না কেন।

নফীসা—এই যদি আপনার বিশ্বাস, তবে রূপ বা বেশ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? স্বাভাবিক রূপ তো সব-চেয়ে ভাল।

শুজাউদ্দীন—তাতে অন্যের দৃষ্টিকে এড়ানো যাবে না, কাজেই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন।

চরের প্রবেশ

কি সংবাদ?

চর—অভিষেক উপস্থিতের জন্য স্থগিত। বাদ মগরব লাশ দফন হবে। গোসল শেষ হ'য়েছে। এইবার নগর প্রদক্ষিণ ক'রে নয়া মস্‌জিদে কফিন নিয়ে যাওয়া হবে। মরহুমের আখেরী নসিহৎ—সেই খানেই লাশ দফন হবে।

শুজাউদ্দীন—উত্তম। যাও—আমার ঘোড়া সাজাতে বল।

[চরের প্রস্থান]

নফীসা—এই তো মন ফিরেছে দেখ্‌ছি। হাজার হোক্‌ মেয়ে তো বটে!

শুজাউদ্দীন—না নফীসা, এর মূলে নিশ্চয়ই অন্য রহস্য আছে। তার মনের পরিবর্ত্তন হ'তে পারে না—দুনিয়া-জাহান ওলোট-পালোট হ'লেও না। তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনই আস্‌ছি।

[শুজাউদ্দীনের প্রস্থান]

নফীসা—অদ্ভুত শৌর্য্য, অগাধ বিশ্বাস, অপরিসীম মনোবলে বলীয়ান্‌ এই মানুষটী। যত দিন যাচ্ছে, অভিনব রূপে, অপরূপ বৈচিত্র্যে আমার চোখের সাম্‌নে প্রতিভাত হ'চ্ছে। দুঃখ হয় বেগম জান্নাত্‌ তোমার দুর্ভাগ্যে। কত বড় দুর্ভাগিনী তুমি যে এমন স্বামীকে চিন্‌তে পারলে না। দুনিয়ায় তোমার মত বদ্‌নসীব যেন অতি বড় দুষ্‌মনেরও না হয়।

ছদ্মবেশে শুজাউদ্দীনের প্রবেশ

কে! কে! কে তুমি?

শুজাউদ্দীন—তা হ'লে ঠিকই হ'য়েছে। তোমার চোখে যখন ধূলো দিতে পেরেছি,তখন ধরা প'ড়বার আর ভয় নেই।

নফীসা—ইয়া আল্লাহ্‌! আপনি! কিন্তু কি চমৎকার পরিবর্ত্তন—এতটুকু চেনবার উপায় নেই! একেবারে নূতন মানুষ। সাজের তারিফ ক'রতে হয় বটে!

শুজাউদ্দীন—শোন নফীসা, মগরব প্রায় হ'য়ে এসেছে। আমি পথেই নামাজ সেরে নেব। এখান থেকে প'ড়ে যেতে গেলে জানাজা ধ'রতে পারব না। খুব সাবধানে থাক্‌বে। সাম্‌নে দুরন্ত রাত্রি—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ঘন অন্ধকারে দিগন্ত দুনিয়া ছেয়ে যাবে—সাবধান।

[শুজাউদ্দীনের প্রস্থান]

নফীসা—মারণ-শত্রুর বিষাক্ত আবেষ্টনীর মাঝে একক অসহায় তোমারি খাকসার বান্দা খোদা! তাকে সালামতে ফিরিয়ে আন মালেক!

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান—মুরশীদাবাদ—গুপ্ত মন্ত্রণা-কক্ষ]

জান্নাত্-উন্নেসা ও খোওয়াজ

জান্নাত্—তুমি ঠিক দেখেছ—সে বেরিয়েছে ?

খোওয়াজ—হাঁ আম্মা-বেগম, ঠিক দেখেছি। কিন্তু চেহারাখানা এমন বেমালুম ব'দলে ফেলেছেন যে, আপনিও চিনে উঠ্‌তে পারবেন না। আমি যদি তাঁকে তাঁবু থেকে বেরুবার সময় দেখে না নিতাম, তা হ'লে আমাকেও বোকা ব'ন্‌তে হ'তো।

জান্নাত্—হুঁ—কিন্তু ফেরবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে হবে। সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি। একটু গভীর হ'লেই তার আঁধার আরও ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌বে। সেই গাঢ় অন্ধকারে নগরের দূর সীমান্তে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে—[ইঙ্গিত] ··· ··· বুঝেছ ? কিন্তু সাবধান ! সাম্‌নে থেকে আক্রমণ ক'রো না। মত্ত হস্তীর অমিত বল তার দেহে, ক্ষুধার্ত্ত সিংহের

হিংস্র দুঃসাহস তার বুকে—সাম্‌নে গেলে আর রক্ষা নেই—সাবধান !

খোওয়াজ—আমি ব'লছিলাম মা, দূরে যাওয়ার সুযোগ না দেওয়াই ভাল। দফন শেষ হ'তে বেশ খানিকটা রাত্রি হবে। আর রাত্রিও যখন অন্ধকার, তখন কাজ হাসেল ক'রতে অসুবিধা হবে না। নয়া মস্‌জিদ থেকে খানিকটা দূরে একটা জায়গায়··· ···

জান্নাত্—না খোওয়াজ, তা হ'তে পারে না। নগরের বাইরেই এ-কাজ সমাধা ক'রতে হবে। লম্পটের কলুষ রক্তে আমি মুরশীদাবাদের পুণ্য ধূলি কলঙ্কিত হ'তে দেব না। আর একটু পরেই কফিন বেরুবে। তোমরা প্রস্তুত হ'য়ে শোভা-যাত্রার সঙ্গে যাবে। যাও—সব ঠিক রেখো। অতি উগ্র কালকূট বিষ ছোরার ফলকে মাখিয়ে রাখ্‌বে। যেন আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র বিষ-ক্রিয়ায় তার লম্পট-লীলার অবসান ঘটে।—যাও।

[খোওয়াজের প্রস্থান]

নেমক-হারাম ! বদজাত ! কমিনা ! এত বড় স্পর্দ্ধা যে, মুরশীদ কুলী খাঁর মস্‌নদে 'বার' দিতে এসেছিস !

[প্রস্থান]

বিপরীত দিক্ দিয়ে আসাদুল্লার প্রবেশ

আসাদুল্লা— নিশ্চয়ই কোন নূতন চক্রান্ত। নইলে হঠাৎ খোওয়াজের আবির্ভাব হবে কেন? তবে কি গুপ্ত হত্যা! কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে সম্ভব! পরিস্থিতি সম্বন্ধে পিতা সম্পূর্ণ সজাগ। তিনি তো অসাবধান থাক্‌তে পারেন না। [চিন্তা] একটা কথা—লাশ-দফনের সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছেছে কিনা—তা যদি পৌঁছে থাকে, তা হ'লে নিশ্চয়ই তিনি জানাজায় শরীক হবার চেষ্টা ক'রবেন। আর চেষ্টা ক'রবেন ব'লছিই বা কেন—নিশ্চয়ই শরীক হবেন। সেই সুযোগে যদি ··· ··· [চিন্তা] মা আমার সদ্য-প্রসূতি ব্যাঘ্রীর চেয়েও হিংস্র হ'য়ে উঠেছেন। তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তবু যেমন ক'রেই হোক্, তাঁর হিংস্র কবল থেকে পিতাকে রক্ষা ক'রতেই হবে।

[প্রস্থান]

জান্নাতের পুনঃ প্রবেশ

জান্নাত্—আসাদ কি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছে। তার চোখে-মুখে সন্দেহের ছায়া। যদি বুঝে থাকে,

তা হ'লে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি ক'রবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সে-সুযোগ তাকে দেওয়া হবে না। প্রয়োজন হয়—অন্ততঃ আজকের রাত্রির মত তার জন্য জিন্দানের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। দেখি··· ···

[দ্রুত প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[মুরশীদাবাদ-সীমান্ত—নদীতীর। কাল—অন্ধকার রাত্রি]

গান গাহিতে গাহিতে পথিকের প্রবেশ

—গান—

চোখের আঁধার ঘুচ্‌বে রে তোর মনের মশাল জ্বাল্‌,
আলোর কোলে কালির কালো দেখ্‌ দুনিয়ার হাল।
ভাবের ঘরে চুরি ক'রে
কেল্লা ফতে ভাবিস ওরে!
'দস্তকে' যে ধ'রবে তোরে
করিস না খেয়াল?
বিচার সে যে হবেই হবে,
এ-দিন সে-দিন নাইক' রবে,
মিছার এ-সব ভেল্‌কী তবে
মনের মশাল জ্বাল্‌।

ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে শুজাউদ্দীনের প্রবেশ

শুজাউদ্দীন—নিরবচ্ছিন্ন কালির কলঙ্কে-ছাওয়া এই অন্ধকারে কে তুমি সজাগ পথিক আলোর গানে

ক্ষণিকের শিহরণ এনে দিলে ধরণীর এই নিশ্চল নিঃসাড় বুকে। দুঃখ হয় পথিক তোমার দুর্ভাগ্যে। অন্ধকার নদীতীরের এই নির্জ্জন শূন্যতায় তোমার এ-সঙ্গীত আজ উদাসী হাওয়ার ক্রীড়নক মাত্র। পঙ্গু নিষ্প্রাণ আচ্ছন্ন সংসার এ গানের মর্ম্মও বুঝবে না—মূল্যও দেবে না। আজিকার দুনিয়ার কাছে এ সঙ্গীত একটা নিষ্ফল আবেদন—অকর্ম্মণ্যের বিলাস-আকুতি মাত্র। কে?··· ···

[পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারি পাঁচ জন লোক একযোগে তাঁহার শিরলক্ষ্যে তরবারি তুলিল। ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দিক হইতে কয়েক জন লোক আসিয়া আততায়ীদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ঘটনাটা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটিয়া গেল। শুজাউদ্দীন এই একান্ত আকস্মিক ব্যাপারে যেন হতভম্ব হইয়া গেলেন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—মুরশীদাবাদ—প্রাসাদের একাংশ]

আসাদুল্লা ও রামজীবন

রামজীবন—আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস ক'রে উঠ্‌তে পারছি নে সাহেব-জাদা। এ-ও কি সম্ভব!

আসাদ—তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব রায়জী! আপনি তাঁকে জানেন না ব'লেই একথা ব'লছেন।

রামজীবন—কিন্তু এ যে রূপকথার চেয়েও আজগুবী—স্বপ্নের চেয়েও বিস্ময়কর।

আসাদ—নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস ক'রতে পারি না রায়জী। সেই দীর্ঘ ঋজু সবল সুগঠিত দেহ, সরল উন্নত নাসা, প্রশস্ত ললাট, আয়ত বিস্ফারিত চক্ষু আর তাতে অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মত্ত মাতঙ্গের সেই ধীর গম্ভীর গতিভঙ্গী, জ্বলন্ত পৌরুষের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। বিশ বছর আগেকার সেই হারানো স্মৃতি এক মুহূর্ত্তে আমার চোখের সাম্‌নে বাস্তবের রূপ নিয়ে ফুটে উঠ্‌ল। শিরায় শিরায় রক্তের

তরঙ্গ-দোলা দুলে গেল। পিতৃগৌরবে ভ'রে উঠ্‌ল সারাটা বুক। কিন্তু পারলাম না রামজীবন। অপরাধীর সঙ্কোচ, হীনতার দৈন্য আমাকে চাবুক মেরে ফিরিয়ে নিয়ে এল তাঁর সাম্‌নে থেকে। দূরে স'রে এলাম। তার পর—তার পর নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইলাম তাঁর গন্তব্য পথের পানে।

রামজীবন—কিন্তু তিনি কি আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন ?

আসাদ—সে-কথা আবার জিজ্ঞাসা ক'রছেন রায়জী ! তাঁর আর্দ্র বিস্ফারিত দৃষ্টি নিষ্পলকে নিবদ্ধ ছিল আমার মুখের উপর। আমি দেখেছি রামজীবন, মমতার গলিত প্রবাহ সহস্র ধারায় নেমে এসেছে তাঁর দৃষ্টি-কোণে আর তিনি তাকে রোধ ক'রেছেন সংযমের পাষাণ-বন্ধে। ছানিত বাৎসল্যের অপরূপ কোমলতায় ছেয়ে এসেছে তাঁর সমগ্র মুখখানি আর অপূর্ব্ব অন্তর্ব্বলে বলীয়ান্ তিনি ঢেকে দিচ্ছেন তাকে নির্ম্মম পৌরুষের কঠোর আবরণে। এতেও কি আপনি জিজ্ঞাসা ক'রতে চান—তিনি আমাকে চিন্‌তে পেরেছিলেন কিনা !

রামজীবন—তা হ'লে এখন কি ক'রতে চান ?

আসাদ—কিছুই ক'রতে চাইনে রায়জী, দিল্লীর সনদ

যখন তিনি পেয়েছেন, তখন মস্‌নদের ন্যায্য অধিকার তাঁর। সে-অধিকারে আমি হস্তক্ষেপ ক'রব না।

রামজীবন—তা হ'লে আত্মসমর্পণ ক'রবেন,—বলুন।

আসাদ—আত্মসমর্পণ! আমি তো বিদ্রোহ করিনি রামজীবন যে আত্মসমর্পণ ক'রব। তবে তিনি যদি আসেন, আমি তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে গ্রহণ ক'রব। আর যদিই বা ব'লছি কেন—তিনি আসবেন নিশ্চয়ই। উড়িষ্যা থেকে এত দূর যখন এসেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই তাঁর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে এসেছেন; সুতরাং তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা ছাড়া আমার অন্য কিছু ক'রবার নেই।

রামজীবন—কিন্তু আম্মা-বেগম কি এতে রাজী হবেন? তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বিনা বাধায় কি মুরশীদাবাদে প্রবেশ ক'রতে দেবেন?

আসাদ—না দেন—অনর্থক রক্তপাত ক'রে নিজের সর্ব্বনাশকে ডেকে আনবেন। ব্যর্থতা নিশ্চিত জেনেও যদি তিনি অনর্থের সৃষ্টি করেন, তা হ'লে তার জন্যে দায়ী হবেন তিনি—আমি নই।

রামজীবন—কিন্তু আপনি কি চুপ ক'রে থাকতে পারবেন? যদি মায়ের মাথার উপর খড়্গ ওঠে?

আসাদ—মায়ের মাথার উপর খড়্গ উঠ্‌তে পারে না

রামজীবন। আফসার কাপুরুষ নয়, তার উদ্যত খড়্গ নারীর শির লক্ষ্য করে না। তবে যে শান্তির আবহাওয়ার আশা ক'রছিলাম, সেটা আর পাব না।

রামজীবন—কিন্তু এটা তো ঠিক—মা যা ক'রতে যাচ্ছেন, সেটা আদৌ তাঁর নিজের জন্য নয়—আপনার জন্য।

আসাদ—যার জন্যই হোক্, অন্যায় সব সময়েই অন্যায়। আমি কিছুতেই তার পক্ষ সমর্থন ক'রতে পারব না। শুনুন রায়জী। আজ যদি মা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে জয়ী হন, আর বাংলার সিংহাসনকে আমার পায়ের তলে এনে ফেলে দেন, তা হ'লেও আমি তার ছায়া স্পর্শ ক'রব না—যদি না দিল্লীর সনদ পাই। মাতামহের অন্তিম উপদেশ—দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রো না। বাংলার সমতল নিরাপদ নয়। এ অমূল্য উপদেশ আমি প্রাণান্তেও যে অমান্য ক'রতে পারি না রায়জী!

রামজীবন—আম্মা-বেগমকে কি এ-কথা ব'লেছেন? আমার মনে হয়, স্বর্গগত নবাবের অন্তিম বাণী তিনি উপেক্ষা ক'রবেন না। বাপের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা, যে আনুগত্য দেখেছি, তাতে আমার বিশ্বাস—এ-কথায় তিনি ঠাণ্ডা হবেন।

আসাদ—আপনার সাম্‌নেই তো তাঁকে সব কথা বলা হ'য়েছে। বাকী আছে শুধু মাতামহের দোহাই। যদি বলেন—তাও দিয়ে দেখ্‌তে পারি। কিন্তু কোন ফলই হবে না বৃদ্ধ, মা আমার হিংসায় অন্ধ, প্রতিবিধিৎসায় উন্মাদিনী।

রামজীবন—তবু একবার শেষ চেষ্টা ক'রতে হবে। অনেক নুন খেয়েছি স্বর্গীয় নবাবের, জীবনের জন্যে ঋণী আছি তাঁর কাছে। বুড়ো বয়সে তাঁর একমাত্র কন্যার চরম দুর্গতি-ভোগ আমি দেখ্‌তে পারব না।

আসাদ—বেশ! কিন্তু রায়জী, ইতিপূর্ব্বেই আমি পিতার নিকট ভেট পাঠাব ঠিক ক'রেছি। মা রাজী হন বা না হন, আমার সঙ্কল্প আমি বজায় রাখব। একটু আগেই খিজির খাঁকে আহ্বান ক'রেছি। এই রাত্রিতেই উপঢৌকনসহ তাঁকে পিতার শিবিরে পাঠাব।

রামজীবন—খিজির খাঁকে আহ্বান ক'রেছেন! তিনি তো বন্দী!

আসাদ—আমি তাঁকে মুক্তি দিয়েছি রায়জী। আর শুধু তাঁকে নয়—শুজা কুলী এবং আরও অনেকে যাঁরা আম্মা-বেগমের হুকুম অমান্য করার অজুহাতে বন্দী হ'য়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে মুক্তি দিয়েছি।

রামজীবন—সর্ব্বনাশ! তা হ'লে তো শান্তির কোন আশাই আর নেই!

আসাদ—সে আশা পূর্ব্বেও ছিল না—এখনও নেই।

রামজীবন—একেই চামুণ্ডার রূপ ধ'রে আছেন, তার উপর এ সংবাদ কাণে গেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে?

আসাদ—এখনও কি যেতে বাকী আছে রায়জী! আর শুধু এ সংবাদ নয়—এর চেয়ে আরও গুরুতর সংবাদও এতক্ষণ তাঁর কাণে গিয়ে পৌঁছেছে।

রামজীবন—কি সে সংবাদ?

আসাদ—পরে শুনবেন। আমার মনে হয়—সমস্ত প্রাসাদ পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি আমাকে। উত্তেজনা তাঁর চরমে উঠেছে। ভাব্‌ছি—সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষিপ্ততা না জেগে ওঠে!

রামজীবন—একটু ভেবে-চিন্তে কাজটা ক'রলেই বোধ হয় ভাল হ'তো। এ যে সমূহ অমঙ্গলের সূচনা হ'লো সাহেব-জাদা!

আসাদ—আপনি ব'লছেন কি রায়জী! রাত্রিটুকু মাত্র সময়। এখনো যদি ভাব্‌তে থাক্‌ব, তা হ'লে কাজ ক'রব কখন!

রামজীবন—খিজির খাঁকে মুক্তি না দিয়ে অন্য কাউকে পাঠালেও তো চ'লত।

আসাদ—তা কি চলে রায়জী, খিজির খাঁ আজ বিশ বছর ধ'রে মুরশীদাবাদের প্রাসাদাধ্যক্ষ—মরহুম নবাবের সব-চেয়ে বিশ্বস্ত এবং প্রিয়পাত্র। আমার পক্ষ থেকে উপঢৌকন নিয়ে যাবার একমাত্র অধিকার তাঁর এবং সব-চেয়ে যোগ্য ব্যক্তিও তিনি। সুতরাং তাঁর দাবীকে উপেক্ষা ক'রে অন্য কাউকে প্রতিনিধি পাঠালে তো প্রতিনিধিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না রায়জী!

রামজীবন—বুঝ্‌লাম ভগবান্ বিরূপ। নইলে চারদিক্ থেকে আবহাওয়া এমন দুর্য্যোগময় হ'য়ে উঠ্‌বে কেন?

খিজির খাঁর প্রবেশ

আসাদ—এই যে খিজির খাঁ। খিজির খাঁ! এই রাত্রিতেই আপনাকে মুরশীদাবাদ-সীমান্তে রওয়ানা হ'তে হবে—পিতার শিবিরে।—পারবেন?

খিজির—কেন পারব না সাহেব-জাদা, বিশ বছরের ভিতর কোন দিন কোন কাজেই তো খিজির খাঁ অপারগ হয়নি। তবে আজ নূতন ক'রে এ প্রশ্ন কেন?

আসাদ—উত্তম। আপনি যাবেন আমার এবং প্রাসাদের প্রতিভূ হ'য়ে—মস্‌নদের নয়। যে-খেলাত তাঁর দরবারে হাজির ক'রবেন, তা তাঁর পুত্রের এবং

প্রাসাদের পৌরজনের। সিংহাসনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে সিংহাসন বা নগর অবরোধ সম্পর্কে যদি তিনি কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তা হ'লে তাঁকে ব'লবেন—এ সম্পর্কে আমাদের কিছু ব'লবার নেই। এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই মর্‌জির উপর নির্ভর করে।

খিজির—কিন্তু এটা বলা কি ঠিক হবে সাহেব-জাদা! উপঢৌকন পেয়ে প্রশ্নমাত্র না ক'রে তিনি যদি বিশ্বাস করেন যে আপনারা নির্ব্বিরোধে তাঁকে মস্‌নদ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হ'য়েছেন এবং সেই হিসাবে নিশ্চিত বিশ্বাসে তিনি যদি নগর প্রবেশ ক'রতে আসেন আর প্রবেশ-মুখে আম্মা-বেগম তাঁর গতিরোধ ক'রে দাঁড়ান, তা হ'লে কি প্রকারান্তরে তাঁকে প্রতারণা করা হবে না?

আসাদ—উড়িষ্যার নবাব শুজাউদ্দীন খাঁ এত নির্ব্বোধ নন খিজির খাঁ। যে-মুহূর্ত্তেই শুনবেন— খেলাতের সঙ্গে সিংহাসনের কোন সম্পর্ক নেই, সেই মুহূর্ত্তেই এখানকার পরিস্থিতিটা তাঁর চোখের সাম্‌নে পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বে এবং তদনুযায়ী প্রস্তুত হ'য়েই তিনি নগর প্রবেশ ক'রবেন। তবে আমার যত দূর বিশ্বাস, তাতে মনে হয় আম্মা-বেগম আর

তাঁর গতিরোধ ক'রবেন না। সুতরাং তাঁর প্রতারিত হওয়ারও কোন আশঙ্কা নেই।

খিজির—বেশ। তা হ'লে আমি প্রস্তুত হই গে।

আসাদ—হাঁ যান, আমি একটু পরেই যাচ্ছি। আর একটা কথা খিজির খাঁ, খেলাত পৌঁছে দিয়ে এই রাত্রির ভিতরেই আপনাকে প্রাসাদে ফিরে আসতে হবে।

[খিজির খাঁর প্রস্থান]

রামজীবন—আমি এখনো বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে সাহেব-জাদা, এর পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

আসাদ—পরিণাম যেখানে গিয়েই দাঁড়াক, আমাদের কাজ আমরা ক'রে যাব। নিশ্চিত পরিণাম চিরদিনই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য। তা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে দুনিয়ায় কাজ করা চলে না রায়জী। এই যে মা আসছেন। আমার আশঙ্কা বোধ হয় অমূলক নয়। ক্ষিপ্ততা বুঝি জেগেছে!

অর্দ্ধোন্মাদিনী জান্নাতের প্রবেশ

জান্নাত্—তুমি ঠিক দেখেছ আসাদ—ঠিক দেখেছ সে এসেছে?

আসাদ—হাঁ মা ঠিক দেখেছি—ঠিক দেখেছি—তিনি এসেছেন।

জান্নাত্—তুমিও দেখেছ রামজীবন! তুমিও দেখেছ সে এসেছে?

রামজীবন—হাঁ মা এসেছেন। আপনি স্থির হন—সব কথাই শুনতে পাবেন।

জান্নাত্—সব কথাই শুনতে পাব? কি শুনতে পাব রামজীবন? সে এসেছে এই কথা! ভণ্ড, প্রতারক, লম্পট, ব্যভিচারী—দুনিয়ার দুষমন সে, তার আসার কথা শুনতে যাব আমি! আর তোমরা আমাকে তাই শোনাবে? কেন—দুনিয়ায় কি আর কিছু শোন্‌বার বা শোনাবার নেই?

আসাদ—একটু স্থির হন মা, আপনি অমন ক'রলে আমরা সবাই যে ভেসে যাব।

জান্নাত্— ভেসে যাবে? কেন? তোমরা তো ষড়যন্ত্র ক'রে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই ক'রে নিয়েছ। তবে আবার ভেসে যাবে কেন? দাওয়াত্ দিয়ে উড়িষ্যা থেকে ঘরের দরজায় এনে তাজিম ক'রে বসিয়েছ, দেহরক্ষী সঙ্গে দিয়ে জানাজায় শরীক করিয়ে তাঁবুতে ফেরত পাঠিয়েছ—এখন সেই তো তোমাদের সব।

তোমাদের মালেক—দুনিয়া জেন্দেগীর বাদশাহ্‌। আমি কে? জাহান্নাম-কা কুত্তা—গোরস্তান-কা মুরদা—কেমন? এই তো!

রামজীবন— আপনি আমাদের সর্ব্বস্ব। আমরা আপনার সন্তান। তবে কেন মিছামিছি 'আন' ভেবে এই দুর্ভোগ ভুগ্‌ছেন?

জান্নাত্‌— চুপ্‌ কর্‌ বে-তমিজ্‌! কম্‌জাত কমিনার গোষ্ঠী তোরা! মোনাফেকী তোদের জন্মের শিক্ষা। নবাব মুরশীদ কুলী না তোদের বাপের স্নেহে মানুষ ক'রে-ছিলেন, দুনিয়ার ঐশ্বর্য্যে তোদের তোষাখানা ভ'রে দিয়েছিলেন? হা-রে নেমকহারাম! হা-রে বে-ঈমান!

রামজীবন— বিনা অপরাধে সন্তানকে তিরস্কার ক'রবেন না মা?

জান্নাত্‌— বিনা অপরাধে! আমারই নুন খেয়ে আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার মারণ-শত্রুকে মুরশীদাবাদের সিংহদ্বারে এনে হাজির ক'রেছিস। চোরের মত সঙ্গোপনে পিছু পিছু ঘুরে অন্তরের অভিসন্ধি জেনে নিয়ে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রেছিস। আবার ব'লছিস—বিনা অপরাধে! কম্‌জাত্‌ বদ্‌-বখ্‌ত্‌ হারামখোরের দল!

আসাদ— মা! মা!

জান্নাত্—চুপ্! —মা কোথায়! জান্নাত্? সে তো মস্‌নদের কোর্‌বান। অনেক আগেই সে নিজেকে কোরবানী দিয়েছে বাংলার মস্‌নদের তলে। তার তাজা রক্তের ঢেউ এখনও খেলে যাচ্ছে চেহেল-সেতুনের মর্ম্মর পাথরে। দেখ্‌বি—দেখ্‌বি আসাদ —দেখ্‌বি রামজীবন! আয়—

[উন্মাদিনীর মত প্রস্থান]

আসাদ— দিবারাত্রির উদগ্র চিন্তার এই পরিণাম। আসুন রায়জী, কোন রকমে একটু শান্ত ক'রতে পারি কি না দেখি। খিজির খাঁ হয়তো এতক্ষণ সাগ্রহ প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মুরশীদাবাদ-সীমান্ত। কাল—রাত্রি।

শুজাউদ্দীনের শিবির—অভ্যন্তর-ভাগ।

শুজাউদ্দীন ও নফীসা

নফীসা—আশ্চর্য্য!

শুজাউদ্দীন—শুধু আশ্চর্য্য নয় নফীসা,—পরমাশ্চর্য্য। সে যেন একটা ভোজবাজী—একটা নিছক ভৌতিক কাণ্ড। আমি অবাক্ হ'য়ে শুধু দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম। না কিছু ব'লতে পারলাম, না কিছু ক'রতে পারলাম।

নফীসা—তাই তো! কিন্তু··· ···

শুজাউদ্দীন—কিন্তু কি নফীসা?

নফীসা—এবার না হয় আপনি দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছেন। এর পর? এর পর আবার যদি এম্‌নি অতর্কিতে··· ···

শুজাউদ্দীন—ভুল—ভুল বুঝেছ নফীসা, আর অতর্কিত আক্রমণ হ'তে পারে না। এই প্রথম—এই

শেষ। জান্নাতের চক্রজাল ছিঁড়ে গিয়েছে, তার বিষ-দাঁত ভেঙে গিয়েছে। আসাদের এই প্রতিঘাতে তার হিংস্র উদ্যত ফণা সঙ্কুচিত হ'য়ে মাটীতে লুটিয়ে প'ড়েছে। তার দংশন-শক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছে।

নফীসা—আসাদের প্রতিঘাতে!

শুজাউদ্দীন—হাঁ নফীসা, আসাদের প্রতিঘাতে। গঙ্গা-কূলের স্তব্ধ অন্ধকারে জান্নাতের গুপ্ত হত্যার এই হীন ষড়যন্ত্র সে ভিন্ন আর কে ব্যর্থ ক'রতে পারে? কার সাধ্য আছে—নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর আদরিণী কন্যা—বাংলার সর্ব্বেশ্বরী জান্নাত্-উন্নেসার গুপ্ত ঘাতকদলের বিষাক্ত ছোরার ফলক থেকে একক অসহায় শুজাউদ্দীনকে রক্ষা ক'রতে?

নফীসা—কিন্তু আপনারই মুখে শুনেছি—আসাদ মাতৃগতপ্রাণ আর মাকে সে ভয়ও করে তেম্‌নি। সে যে হঠাৎ মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে ব'সলো,—তাই আশ্চর্য্য হ'চ্ছি।

শুজাউদ্দীন—আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই নফীসা, সে যে আফসার। অন্যায় অবিচার অত্যাচারকে সে কোন দিনই সমর্থন ক'রতে পারে না। তা

সে অন্যায় অবিচার মায়ের পক্ষ থেকেই হোক্ আর বাপের পক্ষ থেকেই হোক্।

নফীসা—বিশ বছরেরও উপর আসাদ আপনার সঙ্গ ছাড়া। শৈশব থেকে সে গ'ড়ে উঠেছে সম্পূর্ণরূপে মায়ের আদর্শে। আপনি কি ব'লতে চান যে মায়ের মনোবৃত্তি তার মনের উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারেনি ?

শুজাউদ্দীন—তা তো বলিনি নফীসা—ব'লতে পারিও না। কারণ, সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

নফীসা—তা যদি ব'লতে না পারেন, তা হ'লে তার সম্বন্ধে যে ধারণা—তার উপর যে বিশ্বাস আপনি এখনও অন্তরে পোষণ ক'রছেন, তার মূলে সত্য কতখানি আছে, একবার ভেবে দেখুন দেখি।

শুজাউদ্দীন—এই খানেই তোমার অন্ধকার নফীসা—এই খানেই তোমার অন্ধকার। মায়ের আদর্শে সে গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে, মায়ের মনোবৃত্তি তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে—সবই সত্য। কিন্তু আগেই ব'লেছি—সে আফসার তার একটা স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে। আর তার সে সত্ত্বা জেগে আছে একমাত্র তার বিবেক এবং তার বংশগত আদর্শের জীয়ন-কাঠিতে। যে-ভাবেই

সে গ'ড়ে উঠুক না, যত রকমের প্রভাবই তার মনের উপর বিস্তার হোক্ না, সে আপন সত্ত্বার উপর মেরুর মহিমায় অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। কেউ সেখান থেকে তাকে এক পা-ও টলাতে পারবে না। শোন নফীসা, সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে দীর্ঘ বিশ বছর পরে আজ প্রথম দেখেছি তাকে নয়া মস্‌জিদের মর্ম্মর-সোপানে। দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অশ্রুভারাক্রান্ত বিস্ফারিত আঁখি দু'টী নির্নিমেষে চেয়ে রইলো আমার মুখের পানে। বিশ বছরের অতীত সহসা বর্ত্তমানের রূপ নিয়ে ফুটে উঠ্‌লো আমার চোখের সাম্‌নে। উৎকলের মহানদীর উপল-কূলে ক্রীড়া-নিরত সেই শিশু আসাদ আজ যৌবন-মহিমার জীবন্ত প্রতীক—কোমলে-কঠোরে, শৌর্য্যে-সৌন্দর্য্যে ঢলঢল দীপ্ত মুখখানি। সেই আফসার —সেই সিংহ-বীর্য্য অথচ আত্মস্থ সহনশীল আফসার। কিন্তু পারলাম না নফীসা, পারলাম না। পরিপূর্ণ স্নেহের নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে বুকে বাঁধতে পার্‌লাম না। পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ ক'রে ফিরে আসতে হ'লো আমাকে শিবিরের পথে।

[এক সঙ্গে বহু অশ্বের পায়ের শব্দ শোনা গেল]

ও কি! তোমার সন্দেহ কি তবে সত্যে পরিণত হ'লো! দেখি··· ··· [প্রস্থানোদ্যত]

তকীর প্রবেশ

এ কি! তকী! কি সংবাদ?

তকী—আমার সংবাদ শুভ, কিন্তু আপনার সংবাদ কি আব্বা?

শুজাউদ্দীন—আমার নূতন সংবাদ তো কিছু নাই। লাশ দফন হওয়া পর্য্যন্ত আমি মুরশীদাবাদ-সীমান্তে অপেক্ষা ক'রছি—এই মাত্র। এর বেশী তো আর কিছু নয়। কেন—তুমি কি আর কোন সংবাদ পেয়েছ নাকি?

তকী—হাঁ।

শুজাউদ্দীন—কি সে সংবাদ?

তকী—আমি শুনলাম—নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের সকলকেই বন্দী করা হ'য়েছে। এমন কি আসাদুল্লার জন্যও জিন্দানের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হ'য়ে আছে। তাদের একমাত্র অপরাধ—তারা অন্তরে অন্তরে আপনাকে সমর্থন করে।

শুজাউদ্দীন—কথাটা একেবারে অসত্য নয়। কিন্তু

তার জন্য উড়িষ্যাকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে এই ভাবে বাংলায় ছুটে আসা তোমার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হয়নি তকী।

তকী—উড়িষ্যাকে আদৌ আমি অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে আসিনি আব্বা! সকল দিক্ বজায় ক'রে তবে আমি উৎকল-সীমান্ত ত্যাগ ক'রেছি। আর শুধু যে এই সংবাদটুকু শুনেই আমি বাংলার বুকে ছুটে এসেছি, তা-ও নয়। আমি আরও শুনলাম—বেগম জান্নাত্-উন্নেসা বাংলার বিপুল বাহিনীকে মোতায়েন ক'রেছেন আপনার মুরশীদাবাদ-প্রবেশ রোধ ক'রতে। বিনা রক্তপাতে তিনি আপনাকে এক পদ-ভূমিও অগ্রসর হ'তে দেবেন না। স্বল্প-সংখ্যক অনুচর নিয়ে আপনি বাংলায় অভিযান ক'রেছেন। এ অবস্থায় সত্য সত্যই যদি আপনি এত বড় সঙ্কটের সম্মুখীন হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে আমি স্থির থাকতে পারলাম না পিতা! তাই মহানদীর উপল-তটের দুর্গ-শিরে আফসারের বিজয়-ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে আমি ছুটে এসেছি গঙ্গার শ্যামল কূলে মুরশীদাবাদের কণ্টকাকীর্ণ তোরণ-পথ পরিষ্কার ক'রতে।

শুজাউদ্দীন—পুত্রের যোগ্য কাজ ক'রেছ বটে তকী, কিন্তু সবটাই ভুলের ভিত্তির উপর। সে-অবস্থার উদ্ভব যদি হ'ত, তা হ'লে আমি নিজেই তোমাকে ডেকে পাঠাতাম। যাক, যখন এসে প'ড়েছ, তখন আর 'চারা' নেই। এখন বিশ্রাম কর। প্রভাতের পূর্ব্বেই তোমাকে সদল-বলে মুরশীদাবাদ-সীমান্ত পার হ'য়ে যেতে হবে। ভোরে উঠে মুরশীদাবাদের একটী প্রাণীও যেন জানতে না পারে, যে, তুমি উড়িষ্যা ছেড়ে বাংলায় চ'লে এসেছ।

তকী—তা হ'লে আমি যা শুনেছিলাম তার সবটাই মিথ্যা?

শুজাউদ্দীন—সবটা মিথ্যা না হ'লেও পনের আনা রকম মিথ্যা। সত্যই যদি আমাকে বাধা দেবার ইচ্ছা জান্নাতের থাকে, তা হ'লে সে কিছু সৈন্য মোতায়েন ক'রতেও পারে। কিন্তু পুত্র, [একটু হাসিয়া] আফসার আমি, সে-বাধা অতিক্রম ক'রবার ক্ষমতা আমার আছে। বাংলার বিপুল বাহিনীকে আমার প্রবেশ-পথে মোতায়েন ক'রবার শক্তি আজ আর জান্নাতের নাই। নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর সঙ্গে সে শক্তি নয়া-মস্‌জিদের শ্যামল মৃত্তি-তলে সমাহিত হ'য়েছে।

শিবির-রক্ষীর প্রবেশ

কি সংবাদ ?

শিবির-রক্ষী—সাহেব-জাদা মীর্‌জা আসাদুল্লাব পক্ষে চেহেল-সেতুন থেকে খেলাত নিয়ে এসেছেন—অধ্যক্ষ খিজির খাঁ।

শুজাউদ্দীন—উত্তম। তকী, তোমার আগমন-সংবাদ আর গোপন রইল না। যাও, তুমিই তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে বসাও। আর সঙ্গে সঙ্গে এখনই দরবারের আয়োজন কর। খুব সম্ভব প্রভাতের পূর্ব্বেই খিজির খাঁ চেহেল-সেতুনে ফিরে যাবেন।

[তকী ও শিবির-রক্ষীর প্রস্থান]

মনে মনে এম্‌নিই একটা-কিছু ভেবেছিলাম নফীসা, দেখ্‌ছি ভাবাটা নিরর্থক হয়নি।

নফীসা—আমার কিন্তু জাঁহাপনা, সবটাই একটা হেঁয়ালী ব'লে মনে হ'চ্ছে।

শুজাউদ্দীন—কেন ?

নফীসা—যে ছেলে মাতৃগতপ্রাণ, এক দিনের ভিতর তার আর মায়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান কেমন ক'রে সম্ভব হোলো !

শুজাউদ্দীন—পূর্ব্বেই তো ব'লেছি নফীসা—সে আফসার। আফসার কখনও অন্যায়-অবিচারের পক্ষ নিয়ে ন্যায়ের বিচারের মাথায় আঘাত হান্‌তে পারে না। যাক্, এ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। একটু পরেই সবকিছু পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তুমি বিশ্রাম কর। আমি দরবার সেরে আসি।

পট-পরিবর্ত্তন

শিবিরের বহিরাংশ—দরবার

[অমাত্য-ওমরাহ্‌গণ, তকী এবং থরে থরে সাজানো উপঢৌকন-সম্ভার সম্মুখে লইয়া খিজির খাঁ উপবিষ্ট]

শুজাউদ্দীনের প্রবেশ

[সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কুর্নিশ করিল। শুজা-উদ্দীন আসন গ্রহণ করিলে পর তাঁহারা স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন।]

শুজাউদ্দীন—রাজধানীর সংবাদ কি খিজির খাঁ?

খিজির—কিছুই তো আপনার অজানা নাই জাঁহাপনা, তবু যখন জিজ্ঞাসা ক'রছেন তখন বলি,—সংবাদ সকলই শুভ। সাহেব-জাদা মীর্‌জা আসাদুল্লা শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁর পিতার

খেদমতে কিছু খেলাত পাঠিয়েছেন, গোলাম সেই সামান্য খেলাত হুজুরের দরবারে বহন ক'রে নিয়ে এসেছে। অবশ্য আপনাকে দেবার যোগ্য খেলাত এ নয়। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর হ'লেও এ পুত্রের শ্রদ্ধার উপহার। গ্রহণ ক'রে তাঁকে ও আমাকে ধন্য করুন।

শুজাউদ্দীন—হুঁ—এ-খেলাত তা হ'লে শুধু পুত্রের—আসাদুল্লার।

খিজির—আসাদুল্লার এবং প্রাসাদের পৌরজনের।

শুজাউদ্দীন—নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর উত্তরাধিকারীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই ?

খিজির—না জাঁহাপনা ! আর থাক্‌বেই বা কেমন ক'রে ? নবাব মুরশীদ কুলী খাঁর উত্তরাধিকারী কে, সেটা সবার চেয়ে আপনিই তো ভাল ক'রে জানেন, তা হ'লে আর গোলামকে জিজ্ঞাসা ক'রে লজ্জা দিচ্ছেন কেন ?

শুজাউদ্দীন—খেলাত যদি সত্যই আসাদুল্লার এবং প্রাসাদের পৌরজনের পক্ষের হয়, তা হ'লে আপনাদের আম্মা বেগমও তো বাদ পড়েন না। কারণ তিনিও তো প্রাসাদের পৌরজনের এক জন। তবে কি বুঝ্‌বো—এটা তাঁর পক্ষ থেকেও এসেছে ?

খিজির—না মালেক, ভুল বুঝ্‌বেন না। আম্মা-বেগম আদৌ এর মধ্যে নন। আমার রওয়ানা হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি এ ব্যাপারের কিছুই জান্‌তেন না। এতক্ষণ জান্‌তে পেরেছেন কি না জানি না। আর প্রাসাদের পৌরজন হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে যে প্রশ্ন আপনি তুলেছেন, এখন আর তা উঠ্‌তে পারে না। কারণ তিনি আর এখন চেহেল-সেতুনের পৌরজন নন,—নয়া-মঞ্জিলের পৌরজন। সেই খানেই তিনি বাস ক'রছেন।

শুজাউদ্দীন—হুঁ··· ···খিজির খাঁ, পুত্রের এবং চেহেল-সেতুনের পৌরজনের এই শ্রদ্ধার উপহার আমি সাদরে গ্রহণ ক'রলাম। আসাদুল্লাকে ব'লবেন,—কাল প্রভাতে চেহেল-সেতুন প্রাসাদে পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হবে।

[খিজির খাঁ অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।]

এক দৃষ্টে মুখের পানে চেয়ে কি ভাবছেন খিজির খাঁ?

খিজির—

[থতমত খাইয়া যেন আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন]

ভাব্‌ছি.... ....

শুজাউদ্দীন—ভাব্‌ছেন—লোকটা নির্ব্বোধ না দুরন্ত দুঃসাহসী। নইলে এই পরিস্থিতিতে এই ভাবে ছেলের সঙ্গে মিল্‌তে যেতে চায় কোন্ সাহসে! কেমন —এই তো?

খিজির—ভাবাটা কি ভুল হ'য়েছে জাঁহাপনা?

শুজাউদ্দীন—ভুল আদৌ হয়নি খিজির খাঁ, তবে যার ভয় আপনি ক'রছেন, সেই আম্মা-বেগম আর পূর্ব্বের আম্মা-বেগম নেই। যে অদ্ভুত দৈবী শক্তির বলে তিনি বাংলার সর্ব্বেশ্বরী হ'য়ে ব'সেছিলেন, সে-শক্তি আজ নয়া মস্‌জিদের শ্যামল মৃত্তিতলে অবলুপ্ত। মুরশীদাবাদের এই দূর সীমান্তে ব'সে আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি খিজির খাঁ, নিজেরই বিষ-দংষ্ট্রায় নিজেরই মস্তকে দংশন ক'রে নিজ-বিষে জর্জ্জরিতা কাল ভুজঙ্গিনী আজ নাভিশ্বাসে মৃত্যুর অপেক্ষা ক'রছে। সমস্ত বিষ সে উজাড় ক'রে নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছে, দংশনের শক্তি তার নিঃশেষে লোপ পেয়েছে। সুতরাং তার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

খিজির—জাঁহাপনার অন্তর্দৃষ্টি সর্ব্বভেদী, সে বিষয়ে কারোই কোন সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। তবু ভীরু মন আমাদের, তাই বলি—একটু সাবধানতার সঙ্গে

গেলে যেন ভাল হয়। তিনি যে ক্ষিপ্তা বাঘিনীর চেয়েও হিংস্র হ'য়ে উঠেছেন।

শুজাউদ্দীন—তা হোন। ক্ষিপ্তা বাঘিনীকে পিঞ্জরে বাঁধলেই তার হিংস্রতা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসবে।

খিজির—এর উপর আর আমার কিছু ব'লবার নেই। তা হ'লে এখন বিদায় দিন জাঁহাপনা। প্রভাত হ'তে খুব বেশী বিলম্ব নেই ; আর প্রভাতের পূর্ব্বেই আমাকে চেহেল-সেতুনে ফিরতে হবে—সাহেবজাদার আদেশ।

শুজাউদ্দীন—সেটা অনেক আগেই আমি অনুমান ক'রেছি খিজির খাঁ। উত্তম। তকী, তুমি এঁকে শিবির-দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এস।

[খিজির খাঁকে লইয়া তকীর প্রস্থান]

আসাদ, আফসার-কুলের গৌরব তুমি, যে অপূর্ব্ব ন্যায়নিষ্ঠা, অদ্ভুত মনোবল তুমি আজ দেখালে, তার জন্য দুনিয়ার ইতিহাসে তোমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। আশীর্ব্বাদ করি—এই ন্যায়নিষ্ঠা, এই মানসিক বল দুনিয়ার সকল অন্যায়, মনের বিবিধ দুর্ব্বলতার মাঝে সারা জীবন তোমাকে বর্ম্মের মত ঘিরে রক্ষা ক'রবে।

তকীর পুনঃপ্রবেশ

তোমার সন্দেহ কি ঘুচেছে তকী?

তকী—কেমন ক'রে ঘুচ্‌বে আব্বা! তাঁদের নিজেদেরই মন যখন সন্দেহে ভরপূর, তখন আমার সন্দেহ কেমন ক'রে ঘুচবে?

শুজাউদ্দীন—'তাঁদের' ব'লতে তুমি কাদের বুঝাচ্ছো তকী?

তকী—যাঁরা এই খেলাত্‌ পাঠিয়েছেন এবং যিনি এই খেলাত্‌ নিয়ে এসেছেন—তাঁদের সবাইকে।

শুজাউদ্দীন—তাঁরা কেউ নন। সুতরাং তাঁদের সন্দেহ নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার কোন প্রয়োজন নেই। খেলাত পাঠাবার মালেক আসাদ। যদি মাথা ঘামাতে হয় তো তারই মনের অবস্থা ভেবে ঘামাতে হবে। তুমি তো তাকে জান না তকী, চোখেও কোন দিন দেখনি তাকে। তা' যদি জান্‌তে—তা' যদি দেখ্‌তে, তা হ'লে বুঝ্‌তে সে-মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। তা' যদি থাক্‌তো, তা' হ'লে চেহেল-সেতুনের প্রাসাদ-অধ্যক্ষকে দিয়ে এই গভীর রাত্রিতে সে মুরশীদাবাদ-সীমান্তে আমার কাছে

খেলাত্‌ পাঠাতো না। শোন তকী, এ-খেলাত্‌ নিমিত্ত মাত্র। খেলাতের অছিলায় রাত্রি-প্রভাতে সে আমাকে চেহেল-সেতুন প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

[তকী এক দৃষ্টে পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল]

বিস্মিত হোয়োনা বাপ! এই-ই সত্য। এখন যাও—একটু বিশ্রাম করগে। প্রভাতের পূর্ব্বেই তোমাকে উড়িষ্যা রওয়ানা হ'তে হবে, মনে থাকে যেন।

[তকীর প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

মুরশীদাবাদ—চেহেল-সেতুনের তোরণ-সম্মুখস্থ প্রশস্ত রাজপথ।

কাল—প্রভাত।

[এক দল সৈনিকের মার্চ্চ করিয়া গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান]

জয়! জয়! জয়!
মন্থিত অম্বরে অম্বুধি দুস্তরে
ঘোষে বরাভয়।

পৃথ্বী উতল জাগে
দীপ্ত সবুজ রাগে,
আদিত্য পুরোভাগে
কাঞ্চনময়।

উর্ম্মি উজান তুলে
ছান্দত নাটে দুলে
জাহ্নবী কূলে কূলে
উচ্ছ্বসি' বয়।

বন্দে কাকলী-কেকা,
জয়-টীকা ভালে লেখা,
চরণে অরুণ রেখা
জয় তব জয়।

নন্দে নিখিল গানে
মন্দ্র গভীর তানে
ছন্দো-দোদুল প্রাণে
জাগো মনোময়।

চতুর্থ দৃশ্য

[মুরশীদাবাদ—চেহেল-সেতুন প্রাসাদের প্রশস্ত কক্ষ]

শুজাউদ্দীন, খিজির খাঁ, আসাদুল্লা, রামজীবন প্রভৃতি

শুজাউদ্দীন— দুষ্‌মনের খঞ্জর উঁচিয়ে তো বাংলায় আসিনি খিজির খাঁ। এসেছি—দোস্তের দারাজ বুক নিয়ে তোমাদের আলিঙ্গন দিতে। তবে কেন এ বেশে দেখ্‌বে না খিজির খাঁ! শান্তির যে পরিপূর্ণ আবহাওয়ার মাঝে লোকমান্য নবাব এন্তেকাল ক'রেছেন, তাঁর অমর আত্মা জান্নাতের যাত্রী হ'য়েছে—আমি চাই তাকে অব্যাহত রাখ্‌তে—বাংলার বুকে তাকে চিরস্থায়ী ক'রতে। আজ তোমাদের দেখে—নিবিড় আবেষ্টনীর মধ্যে তোমাদের পেয়ে মনে হ'চ্ছে যেন আমার সে-চাওয়া সর্ব্বাংশে সার্থক হবে। তোমরা আমার পাশে এসে দাঁড়াও। ভাই-এর মত, বন্ধুর মত জীবনের দোসরের মত আমার সহায় হও।

নূতন বলে বলীয়ান্ ক'রে মত্ত মাতঙ্গের গতিতে চালিয়ে দাও আমাকে কর্ত্তব্যের বন্ধুর পিচ্ছি পথে। রাত্রি যদি আসে, দুর্য্যোগের আঁধার যদি ঘনায়, মশাল্‌চি হ'য়ে সঙ্গে এস আমার যাত্রা-পথ আলো ক'রে দেখবে—এই নিশ্চিন্ত শান্তি, অনাবিল আনন্দের এই জীবন্ত আবহাওয়া বাংলার বুকে শিকড় গেড়ে ব'সেছে,—তার শ্যামল তৃণশীর্ষে সোনার ফসল ফ'লেছে।

খিজির—আমরাও যে তাই চাই জাঁহাপনা! বাংলার শান্তি অব্যাহত থাকুক, তার সরল সুন্দর জীবন-যাত্রা আরও সুন্দর—আরও মধুময় হোক্। দুনিয়ার বুকে তার চিরকালের সুনাম অক্ষয় থাকুক—এই টুকুই শুধু আমাদের কামনা—আর কিছু নয়।

রামজীবন—এর বাইরে তো বাঙালীর আর কিছু চাইবার নেই জাঁহাপনা! সে চিরদিনই শান্তির পিয়াসী। শান্তিই তার জীবনের একমাত্র কাম্য।

শুজাউদ্দীন—উত্তম। তা হ'লে আপনারা দরবারের আয়োজন করুন। আমরা ততক্ষণ পিতা-পুত্রে একটু নির্জ্জনে আলাপ করি।

[শুজাউদ্দীন ও আসাদুল্লা ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

শুজাউদ্দীন—আসাদ, পিতৃস্নেহ ফল্গুর মত অন্তর্বাহিনী। শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ক্লেদ-কর্দ্দমের অন্তরালেও তার অমৃত-প্রবাহ স্বচ্ছ অবাধ গতিতে ব'য়ে চলে। দীর্ঘ বিশ বছর পরে প্রথম দেখেছি তোমায় নয়া মস্‌জিদের পাষাণ-চত্বরে—পুণ্যাত্মার সমাধি-ভূমে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের উৎস-মুখ আমার দীর্ঘকালের পাষাণ-শিলা ভেদ ক'রে খুলে গিয়েছে সহস্র উছল ধারায়। কিন্তু পুত্র, দুনিয়া অতি বড় প্রাণহীন। অন্তরের বিচার সে কোন দিন করে না। বাইরের বিচারই চিরকাল ক'রে এসেছে। তাই তার স্থূল দৃষ্টিকে বাধ্য হ'য়ে আমি প্রতারণা ক'রেছি। অন্তরের বহির্মুখী ধারাকে প্রাণপণ শক্তিতে রোধ ক'রে তোমার সাম্‌নে থেকে চ'লে এসেছি।

আসাদ—আমারও অবস্থা কি অনুরূপ হয়নি পিতা? প্রথম দৃষ্টিতেই চিনেছি আপনাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর আমার অফুরন্ত শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ সম্ভারে লুটিয়ে প'ড়তে চেয়েছে আপনার চরণ-তলে। সমস্ত শক্তি-প্রয়োগে আমিও রোধ ক'রেছি সেই দুর্ব্বার আবেগকে। আপনি চ'লে গিয়েছেন। দৈবী মমতার অলক্ষ্য

যোগসূত্র প্রবল আকর্ষণে টেনেছে আমাকে আপনার পশ্চাতে। হিন্দুকুশের অটল অচলতায় আমি ব্যাহত ক'রেছি তাকে। আমাকেও কি নিজের সঙ্গে কম সংগ্রাম ক'রতে হ'য়েছে পিতা!

শুজাউদ্দীন—তোমার মত পুত্র পেয়ে আমার পিতৃত্ব আজ সার্থক হ'য়েছে আসাদ। এখন একটা সমস্যা—যেটা তোমার এবং আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। —বাংলার মস্‌নদ। যদি চাও বল—দরবারের আয়োজন হ'য়েছে। উপস্থিত সভাসদ এবং পৌরজনের সাম্‌নে তোমাকে মস্‌নদে বসিয়ে সর্ব্বপ্রথম আমিই তোমাকে বাংলার নবাব ব'লে অভিবাদন করি। বল বাপ, সঙ্কোচ ক'রো না। এ পিতা-পুত্রের কথা,—প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিপক্ষের শর্ত্তমূলক আপোষের কথা নয়।

আসাদ—আমাকে গোনার ভাগী ক'রছেন কেন আব্বা! মস্‌নদ তো আমি চাইনি কোন দিন। মরহুম মাতামহই আমাকে মনোনীত ক'রেছিলেন। তাঁর ইচ্ছার ওপর আমার তো কোন হাত ছিল না।

শুজাউদ্দীন— উত্তম। তবে এস পুত্র! পিতা-পুত্রের সম্মিলিত সাধনায় আমরা বাংলার বুকে নূতন

আবহাওয়ার, নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করি। নবাব মুরশীদ কুলীর আজীবনের স্বপ্নকে অভিনব রূপ-সম্পদে ফুটিয়ে তুলি। শ্রদ্ধায়, সৌজন্যে, মানবতায় তুমি আজ আমাকে সত্যই বিস্মিত ক'রেছ আসাদ! আমাদের আজিকার এ মিলন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। আজ থেকে তুমি আর মীর্‌জা আসাদুল্লা নও—দেওয়ান সরফরাজ খাঁ।

আলুথালু বেশে উন্মাদিনী জান্নাতের প্রবেশ

জান্নাত্—আসাদ!

আসাদ—মা!

জান্নাত্—চমৎকার!

—যবনিকা—

নজরুল ইস্‌লামের কথা-সাহিত্যে অতুলনীয় গ্রন্থ

ব্যথার দান

'আনন্দ বাজার পত্রিকা' বলেন,—"ব্যথার দান একখানি **গদ্যকাব্য**। তরুণ কবির ব্যথা-ভারাতুর যৌবনে অর্দ্ধনগ্ন স্মৃতির রাগরক্তে অনুরঞ্জিত কাহিনী এই কাব্যের কথাবস্তু। সমস্ত কাহিনীগুলির উপর মৃত্যুর মসীগাঢ় ছায়া নিদারুণ ভবিতব্যতার মত রহিয়াছে। তাই সেই ছায়ার অবগুণ্ঠনে প্রেমকরুণ হৃদয়ের ব্যথা-ক্রন্দন আপনি করুণ হইয়া উঠিয়াছে।" **সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'অরণি'** বলেন,—"**উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম** যে-হিসাবে বাঙলা-সাহিত্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং যে-ভাবে বিদগ্ধজনকে মুগ্ধ করে,—'**ব্যথার দান**'-এর রস-আবেদন তাহাই। কবিমনের এবং শিল্পীর রঙের সমস্ত কমনীয়তা লইয়া বাঙলার সমতলক্ষেত্রে গোলেস্তাঁ, চমন, বেলুচিস্তানের আখ্‌রোট-ডালিমের বন এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে।" **'অমৃত বাজার পত্রিকা'** বলেন,—'You will be charmed by the poet's colour of imagination, rare delicacy of thought, mastery over language, powerful and moving descriptions and the subtle power of analysis. If you have not got a copy, have it at once." **'আনন্দ বাজার পত্রিকা'** বলেন,—"পুস্তকের **পঞ্চম সংস্করণ** প্রকাশিত হওয়াতেই বুঝা যায় যে, বইখানি কিরূপ সমাদৃত। বিরহী কবির প্রেমিক হৃদয়ের বেদনা ইহাতে বিভিন্নরূপে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।"

পঞ্চম সংস্করণ ; সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধা। মূল্য আড়াই টাকা।

কবি শাহাদাৎ হোসেনের নবতন নাট্য-অবদান

আনারকলি

মোগল-হেরেমের মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর অপরূপ নাট্যরূপ। কবিত্ব এবং নাটকীয় উপাদানের অপূর্ব্ব সমন্বয়। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে প্রশংসার সহিত অভিনীত। দাম মাত্র এক টাকা।

'দৈনিক আজাদ' বলেন,—"বর্ত্তমান নাটকটীতে ভাষার চাতুর্য্যে ও ডায়লগে তিনি যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। চরিত্র-অঙ্কনে গভীরতম ও নিখুঁত রূপায়নের সৃষ্টি আমাদের অভিভূত করে। প্রতিটী চরিত্র যেন রক্ত-মাংসে গড়া এক একটা জীবন্ত মূর্ত্তি আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, কথা কয়, হাসে, কাঁদে। বর্ণনায় নিপুণ শিল্পীর কৃতিত্ব আছে। গানগুলিও সুলিখিত। বই-এর প্রচ্ছদপট সুরুচিসম্পন্ন। নাটকটীর প্রভূত প্রচার হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"

'অমৃত বাজার পত্রিকা' বলেন,—"One of the most stimulating periods of the Moghul period live and breathe in pages of this playlet by the well-known poet Shahadat Hossain. The tomb of Anarkali of Iran in Lahore testifies to the love of Prince Salim for this charming beauty who was accused of espionage and buried alive. You will make it a point to go through this neat and stylish playlet."